মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রায়ণ্য চরিত ।

শ্রীযুত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের রচিত ॥

কৃষ্ণচন্দ্রমহারাজ ধরণীর মাঝে
যাহার অধিকারে নরহীন সকাজ।
পূর্ব বৃহস্পতি রাত্রি প্রচার
কৃষ্ণচন্দ্র চরিতে পরে করিব বিস্তার।

প্রাশপুরের বন্ধলের বিভীষিকার মুদ্রিত হইল ।

১৮৫৭ ।
বঙ্গভূমিতে হারিলি পরগণায় কাকিদি গ্রামে কাশীনাথ রায় মহাশয়ের বন্ধু ছিল। পরগনায় ঠাকুর ফজিদার রায় কিছু কাল রাজকরের কারণ ঢাকার সুবার সহিত বিবাদের উপস্থিত হইলেন সেই বিবাদে পরামর্শো হইয়া বনিতাকে সঙ্গে করিয়া দেশভাগ করিলেন বহাল ভূমি করিতে ২ রায়গণ্ড পরগণায় বিশ্বাসঘাতক সমারায় রাত্রিতে উপস্থিত হইলেন সমাজের সথেই সমাদর করিয়া নিজালয়ের অপূর্ব স্থান নির্মাণ করিয়া গিয়া। রাজকে এবং রায়ের গৃহশিক্ষায় যথাপূর্বক পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কালানন্দর রায়ের বন্ধু গর্ভিণী হইয়া রাজকে কহিলেন হে নাথ রুক্ষি আমার গর্ভ হইল ইহা নৈবিয়া রায় অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিলেন রাজারূপ হইয়া পরে রাজস্থানে থাকিয়া রায়ি কি প্রকারে প্রসব হইবার এবং অনেকের বিলাপ করিলেন। অনেক বিবেচনানন্দর প্রভাতে সমাধার-কে নকল বৃথাত জাত করিয়া কহিলেন হে তাহ আমরা সমাজ সন্ত্বি আমি ইহাই বিবেচনা করিয়া যে উঠিত হয় তাহাই করিতেন সমাজের অনেক আখান করি-কু
যা কন্যাভাবে রাগীকে পালন করিতে লাগিলেন। রায় দেখেন সমাজার আদর্শকার মায় রাগীকে পালন করিতে প্রবৃত্ত তখন চিন্তা করিতেছেন রাজাগোলম পত্রের বাতাতে কত-কাল রায় একুশে করিব ইহাই অন্তঃথেকে উপস্থিত হইয়া অসাম্ভব কারণ হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখেন হস্তিনাপুরে না গেলে ইহার উপায় হইবেক না। ইহাই পাপ্য করিয়া সমাজারকে না করিয়া এবং আদর্শনিত্যকে না বলিয়া হস্তিনাপুরে তিনি প্রস্তাব করিলেন।

সমাজার রায়কে না দেখিয়া অসাম্ভব উদ্দেশ্য এবং রায়ের গৃহিণী রায়ের অনেকে না পাইয়া বিপদ সাগরে মায় বিধান রোদনপারা শোকাকুল। সমাজার অতিশয় কঠিন দেখিয়া রাগীকে কহিতেছেন কুমি আমার কন্যা। যদ্যপি রায় একুশে করিলেন আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়া কুমি কদাচ চিন্তা করিবা না। তখন রাগী সমাজারের কথা শ্রবণ করিয়া দ্বিতীয় হইয়া কহিলেন পিতা তোমার বাড়িতে  আমার আর অন্য জন নাই সমাজার কহিলেন কন্যা কদাচ তাহাকে করিব। তখন রায়ের বনিতা দ্বিতীয় হইলেন সমাজার সন্তান রাগীকে অধিক রেহেতে পালন করেন সময়ক্রমে রায়ের বনিতা প্রসব হইলেন অপূর্ব বাক্তি দর্শন করিয়া পরম্পরাগত হইয়া কহিলেন পিতাকে ডাক সমাজার উপস্থিত হইলেই কহিলেন পিতা দৌহিত্র দর্শন করুন। সমাজার দর্শন করিয়া দেখেন লক্ষণাকান্তু দৌহিত্র ভাবে সমাজার পালন করিতে লাগিলেন সময়ক্রমে অম্পলিণ্ডেন দিয়া নাম রাখিলেন আরাম সকল লোক জনিতেক সমাজারের পরিবার এই হেতু নাম হইল রাম সমাজার।

এই রূপে কঠিন কাল যায় রায় হস্তিনাপুর গমন করিলেন কিন্তু পুনরায় আগমন হইল না। সমাজার বিবেচনা করিয়া প্রতিপালন করিতে।
লেন বালকের যজ্ঞোপবীতের সময় উপস্থিত হইল অভিযুক্ত প্রধান পণ্ডিতের স্মৃতি জিজ্ঞাসা করি ষাহারা যেমত কহেন সেই মত কার্যা করিব। এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজেন্দ্রবর গত হইল পরে পণ্ডিতের ব্যবস্থা মতে রাজার শাস্ত্রে করাইয়। শ্রীরামের যজ্ঞোপবীত দিয়া বিবাহ দিলেন।

কিছু কালান্তরে শ্রীরাম সমাধারের জয়া গার্ত্তিনী হইলেন সময়ক্রমে রাম সমাধারের বিনিত। পুলক হইলেন অশুভ বালক দুর্বল ক্ষণকালে অতিশয় রুখপান চন্দ্রের নায় রাম সমাধার পুনর্কে দেখিয়া বিবেচনা করিয়েছেন যুব এই পুত্রহিতে আমারদের কুল উন্নত হইবেক আনন্দগ্রন্থে মধ্য হইলেন। পুত্র দিনেং চন্দ্রকলার নায় প্রকাশ পাইতে-ছেন অন্যপ্রাণপন্থ দিয়া নাম রাখিলেন ভরামন।

ক্রমেং রাম সমাধারের তিন পুত্র হইল কোষ্ঠ ভরামন মধ্য হরিবন্ধ কনিষ্ঠ সুরুদ্ধী। ভরামন মধ্যজী সৃষ্টির নায় অভিশয় ভেজল্পন। কিছু কাল গৌণে ভরামন বিদ্যা। অভ্যাস করিত পূর্বত ভূিদীর যাহা সৃষ্টি তৎসমেত ভা-হাই অভ্যাস হয় প্রথম স্তম্ভ পাঠ পশ্চাৎ রাঙ্গলাল কিন্তু পাঠ এবং পারসি ও আরবি ইত্যাদিতে বিশারদ হইলেন অন্ত্রধূম কমতাপন্ত্র হয়াইতে নলরাজার স্বর্ণ বিদ্যায় রূপাতির তুল্য। রাম সমাধারের দেখিলেন পুত্র সর্ব বিদ্যায় অভিশয় পুলর হইল মনে বিবে-চনা করিতেছেন এখন পুত্র রাজধানীতে গমন করে তবে উক্তম হয় কিন্তু পুত্রের বিবাহ অতি তুল্য দিতে হইতে ইহাই স্বরূপ করিয়। ভরামনের বিবাহ দিলেন ক্রমে তিন পুত্রের বিবাহ হইল।

ভরামন অন্তঃকরণে নানাপ্রকার বিবেচনা করিলেন আ-
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ন্য চরিত্রঃ।

হার বাটীতে থাকা পরামর্শ নেহ আমি রাজধানীতে গমন করিব ইহাই শিষ্র করিয়া। পিতাকে কহিলেন পিতা আমি বাটীতে থাকিব না রাজধানীতে গমন করিব। রাম সমাধার কহিলেন উপযুক্ত পরামর্শ করিয়াছ তাহ দিবস স্থির করিয়া যাত্রা কর। পিতার অনুমতি পাইয়া ভবান্দে কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া দিবায়মানে রাজধানীতে গমন করিলেন তখন রাজধানী ঢাকায়। ভবান্দে ঢাকায় উপস্থিত হইয়া উস্ম এক ঘণ্টা রহিলেন এবং সতর্ক গমনগমন করিতে প্রবর্ত বন্ধনধিকারীর নিকটে যাত্যাত করিতে উঠিয়া নিকটে প্রতিপ্‌ হইলেন। বন্ধনধিকারী মহাশয় দেখিয়া ভবান্দে অতিরুপ ও বর অতিস্থ হইয়া আন্তর্কারীর মধ্যে প্রধান কার্য৷ ভবান্দে কে নিযুক্ত করিলেন স্থায়ির রাখিলেন রায়মজুমদার। সেই অবধি স্থায়ির হইল ভবান্দে রায় মঞ্জুমদার।

রায় মঞ্জুমদারের উপত্য যথেষ্ট হইল কিঞ্চিৎ কালাম্বয়ের যশোহর নগরে প্রতাপাধিক্য নামে রাজা অধিশয় প্রতাপাধিক্য হইয়া রাজকর নির্বারণ করিলেন। এই সকল বৃহত্ত প্রতাপাধিক্য চরিত্রে বিষ্ট স্থায়ির আছে।

রাজা প্রতাপাধিক্যকে ধরিতে ঢাকার বাদশাহ রাজা মানসিংহকে বাজা করিলেন নিম্ন যাইয়া। রাজা প্রতাপাধিক্যকে ধরিয়া আন ভারুজে বৃত্ত মানসিংহ যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন পশ্চাৎ রাজা মানসিংহ অনুকরণে বিবেচনা করিলেন রাজা প্রতাপাধিক্য বড় দুর্লভ আমাকে আত্মিতে সুর। আজ্ঞা করিলেন কিন্তু সেই দেশীয় এক জন উপযুক্ত মুখ্য পাইলে ডাল হয়। ইহার পূর্বে ভবান্দে রায় মঞ্জুমদার রাজা মানসিংহের নিকট যাত্যাত করিয়াছেন তাহাতেই রাজা মানসিংহ ভবান্দে রায় মঞ্জুমদারকে জাত
ছিলেন আর হইল যে ভবানন্দ রায় মহম্মদার সরকারের প্রতিক এবং গৌড়নিবাসী অতিথি বঙ্গাধিকারিকে কহিয়া।
রায় মহম্মদারকে লইব ইহাই স্থির করিয়া। বঙ্গাধিকারিকে রাজা করিলেন তোমার চাকর ভবানন্দ রায় মহম্মদারকে আমরকে দেহ আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। বঙ্গাধিকারী কহিলেন যে আজ কিন্তু বঙ্গাধিকারীর ঘণ্টে খেদ হইল যে এমন চাকর আর কখন পাইব না কি করেন। রায় মহম্মদারকে আহ্মান করিয়া। কহিলেন তোমাকে রাজা মানসিংহের সঙ্গে যাইতে হইল। রায় মহম্মদার নিবেদন করিলেন কোন দেশে যাইতে হইবেক তাহাতে বঙ্গাধিকারী কহিলেন গোড়ে গেলে নগরের রাজা প্রভাপাদিত রাজকুর বারণ করিয়াছে তাহাকে ধরিলে রাজা মানসিংহ যাইতেছেন কুমিও তাহার সহিত গমন কর। যে আজ বলিয়া রায় মহম্মদার স্থানী করিলেন পরে রাজা মানসিংহ ভবানন্দ রায় মহম্মদার ও নব লক্ষ্মী নদীতে সঙ্গে করিয়া। প্রভাপাদিত নিধন করিলে গোড়ে প্রস্থান করিয়া।
দুই দলের বালুচর গ্রামের উপনিত হইলে রায় মহম্মদারকে কহিলেন রায় মহম্মদার এ স্থানের কি নাম তাহাতে রায় মহম্মদার নিবেদন করিলেন মহারাজ এ স্থানের নাম বালুচর লক্ষ্মীর রেতে গ্রামপত্তন হইয়াছে। রাজা মানসিংহ কহিলেন অপূর্ব স্থান এই স্থানে রাজধানী হইলে উত্তম হয়। এই কথোপকথনের পর আজ করিলেন অমি কিঞ্চিতকাল এখানে বিশ্বাস করিব।
রায় মহম্মদার সকল মনুষ্যকে কহিলেন তোমরা এই স্থান বিশ্বাস করহ। কতক কালান্তরের রাজা মানসিংহ রায় মহম্মদারকে আজ্জ করিলেন সকল সৈন্যেকে সম্প্রস্ত করহ কল্যা এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। আজ্জানুদারে যাবদ্ধ সৈন্যকে ভোরের নাদে জানাইলেন যে কল্যা এ স্থানহইতে
প্রথমার করিব পর দিবস সৈনের সহিত রাজা মানসিংহ গমন করিলেন।

এক দিবসের পর বর্ধমানে উপস্থিত হইয়া। রাজা মানসিংহ রায় মন্ত্রীদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কোন স্থান রায় মন্ত্রীদার নিয়ের করিলেন মহারাজ এ স্থানের নাম বর্ধমান এ স্থানের অধিপতি রাজা ধীরসিংহ ছিলেন এক্ষণে তাহার পুত্র রাজা ধীরসিংহ রাজভূ করিতেছেন। রাজা ধীরসিংহ শ্রবণ করিলেন যে রাজা মানসিংহ রাজা প্রতাপাদিত্যকে নিপত করিতে নব লক্ষ দলে আনিয়াছেন।

রাজা ধীরসিংহ নিজ পরিবারের উপর আজ দিলেন ভোর। সকল সঙ্গহও আমি রাজা মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব এবং নানা প্রকার সামগ্রী ভেট দিতে হইবেক তাহার আয়োজন করহ। রাজা ধীরসিংহ নিজ ভোরদিগের প্রতি আজ্ঞা করণে মানাবিধ সামগ্রীর আয়োজন হইয়া। প্রধান হইল। পরে রাজা ধীরসিংহ দিবা যান আরোহণ করিয়া ভেটের দুবা সকল সঙ্গহও করিয়া রাজা মানসিংহের নিকট সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন আগে এক জন প্রধান চাকর রায় মন্ত্রীদারের নিকট যাইয়া। নিয়েদন করিলেক যে বর্ধমানের রাজা ধীরসিংহ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়েছেন মহারাজার নিকটে আপনি যাইয়া। নিয়েদন করহ। পরে রায় মন্ত্রীদার রাজা মানসিংহেকে নিয়েদন করিলেন মহারাজ বর্ধমানের রাজা ধীরসিংহ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়েছেন। রাজা মানসিংহ কহিলেন আসিতে কহ। পরে রাজা ধীরসিংহ নানা প্রথম দিয়া প্রণাম করিয়া বাহারাইলেন ভেটের দুবা দ্বিতি দৃষ্ট্র করল আমু কাঁচাল নারিকেল ও বাক ধিক আত্ম ও আর নানা জাতীয় ফল এবং অপূর্ব বস্ত্র পাটর ও
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়সা চরিত্র।

উত্তম সূত্রাদি বন্ধ ও বনান্ত মধ্যমা এবং চূড়ি চন্দ্রকারণে পূর্ণযাকারয়নী নীলকারণে অকারণী এবং সহস্রং সূর্যন্ত দিলেন। ভোটের দুর্বল দর্শন করিয়া আর রাজার শিশুতা দেখিয়া রাজা মানসিংহ অত্যন্ত ভূত হইয়া রাজা ধীরসিংহের কে বনিতে আজ্জ করিলেন। রাজা ধীরসিংহ নানা প্ৰকার শিক্ষার করিয়া কহিলেন মহারাজ আমার নগরের ভাগ্যক্রমে এবং আমার অসুখ পুনর্ব্যুঞ্জ মহারাজার আগমন হইবারে রাজা মানসিংহ অত্যন্ত ভূত হইয়া রাজা ধীরসিংহের হস্তি ষোটক এখন দিবা রাজবংশ মুক্তার মালা নামান্ধ আত্মর প্রসাদ করিলেন আর কহিলেন আমি তোমার নগর ভূমি করিয়া দেখিয়া। রাজা ধীরসিংহ নিবেদন করিলেন যে আজ্জ এই নকল কথা পরে ধীরসিংহ প্রশ্ন করিয়া বিদায হইলেন। পর দিবা রাজা মানসিংহ রাজা ধীরসিংহের নগর ভূমি করিয়ে গমন করিলেন। ভবানন্দ রায় মজুমদারকে সঙ্গে করিয়া। রাজা মানসিংহ নগর ভূমি করিতে দেখেন এক সূত্র রায় মজুমদারকে কিছু করিলেন এ কিছুর সূত্র। ভাষাতে রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন রাজা ধীরসিংহের এক কথা। বিদায নামে ছিল ন কথা। সর্বশেষে পণ্ডিত। ইহাতেই কথা। প্রতিজ্ঞা করিলেক যে আমাকে শাস্ত্রের বিচারে পরাগত করিবেক তাহাকে আমিব বাংলা দিব এই সংখ্যা দেশেশাত্ত্বিক পুচার হওনে অনেক রাজপুত্র আকিলের সকলকে পরাগত করিলেক পরে দৃষ্টিন দেশে কাঁপারুিরের গ্রীগিঞ্জমহারাজার তানি সুদর্শন নাম অনিশ্চয রুপবান এবং সর্বশেষে মহামহোপাধ্যায় এই নকল সস্থ বাম পাইল। পিতা মাতাকে না কহিয়া বর্ষমাত্র ছিরা নামে এক মালিনীর বাটিতে যান। করিয়া রহিলেন সেই সুদর্শন সুড়ঙ্গ কাঠিয়া।
বিদায়ে নিকট যাইয়া শাস্ত্রে বিচারে জয়ি হইয়া বিদায়ে গদ্যাকর বিবাহ করিলেন। ইহার বিশ্বাস চোরণপঞ্চাশে আঘাত হইয়া মহারাজ মানসির্য্য আজ্জা করিলেন সে গ্রাম আমিয আমাকে দর্শন করিয়া যাইয়া যাবধীয রুষ্টা শ্বাস করাইলেন।

পশ্চাৎ মহারাজ মানসির্য্য বর্ধমানহইতে গমন করিয়া বিচরণ করিলেন যে ভবানন্দ রায় মজ্জুমদারের বাটিদের দেখিয়া যাইব। রায় মজ্জুমদারকে কহিলেন আমি তোমার বাটী হইয়া যাইব। রায় মজ্জুমদার যে আড্ডা বলিয়া পরম খুটি হইলেন রাজা মানসির্য্য বাপ্তীতে পরগণায় উপস্থিত হইয়া ভবানন্দ রাজায় বাটিতে উপনীত হইলেন। রাজা মজ্জুমদার নানা জাতীয় ভেটের সামগ্রী রাজার গোচরে আমিলেন রাজা মজ্জুমদারের আহ্লাদ এবং সামগ্রীর আয়োজন দেখিয়া রাজা মানসির্য্য অভ্যন্ত ভূষণ হইলেন ইতিমধ্যে বড় বৃটি অভিশয় উপস্থিত রাজা মানসির্য্যের সঙ্গে মর লক্ষ দেখি খাও সামগ্রীর করণ মহাবন্দ রায় মজ্জুমদার যাবধীয় নৈতের আহ্লাদ পরে হইতে দিলেন এই প্রকার সম্প্রহ হস্তি যেটিক পদ্মাকে কর্তৃপক্তকর্তৃ সকলেই কোন ব্যাপোর কার না। ইহাতে রাজা মানসির্য্য ভবানন্দ রায়কে অভিশয় সন্দেশ হইয়া। রায় মজ্জুমদারকে কহিলেন যদি ঈশ্বর আমাকে জয়ি করিয়া আনেন তবে তোমার উপকারের প্রতূপকার করিব। পশ্চাৎ যেহেতু গমন করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্যকে শালি করিয়া কিছু কাছা গোঁড়ালো রাজার প্রশ্ন করিলেন।

ভবানন্দ রায় মজ্জুমদার রাজা মানসির্য্যের সহিত ঢাকায় গমন করিলেন। এক দিবস রাজা মানসির্য্য রায় মজ্জুমদারকে কহিলেন তুমি আমার সাহায্য অর্জন করিয়াছ।
অতএব তোমার কোন বাসনা থাকে আমাকে কহ আমি ভাষা পূর্ণ করিব ইহা শনিব। রায় মাজুমদার নিয়েছেন করিলেন যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন তবে বাণিজ্য পর-গণ। আমার জমিদারী আজ্ঞা হয়। রাজা মানসিংহ ধীরার করিয়া করিলেন চাকায় উপস্থিত হইয়া অগ্রে তোমার বা-সনা পূর্ণ করিব ভবান্দ রায় মাজুমদারের অন্তর্করণে যথেষ্ট আঙ্গলাদ হইয়া বিবেচনা করিতেছেন বুঝি কুলসঙ্গীর রূপা হয়।

রাজা মানসিংহ জয়ি হইয়া আসিতেছেন এই সংবাদ বদনা পাইব। অতচন্ত কুটি হইয়া রাজা মানসিংহকে রাজ প্রসাদ দিবেন তাহার আয়োজন করিতে আজ্ঞা করিলেন প্রধান মন্ত্রী। সামগ্রী সামাধান করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন।

ভবান্দ রায় মাজুমদারের বাসিতে আশ্চর্য এক প্রকৃত হইল সাহার বৃষ্টিতে এই বড় গাছের নাম এক গ্রাম সাহারে হরি হোড়ের বসতি হরি হোড় অতি বড় ধনবান এবং পুস্বামী অতচন্ত ধার্মিক লক্ষ্য সর্বদা স্বর্ণ। হইয়া হরি হোড়ের নিয়ে মনস্ক করেন বহুকাল এই রূপে গত হইল হরি হোড়ের পরিবার অতি বিন্দুর সর্বদা বিবাদ করিতে প্রবর্ত্ত বালীর মধ্যে হাটের কোলাহলের নায়। লক্ষ্য বিবেচনা। করিলেন এ বালীতে আর তিনটান গেল না অতএব আমার পরম ভক্ত ভবান্দ মাজুমদার তাহার বালীতে গমন করি ইহাই শিরো করিয়া হরি হোড়ের বালা হইতে ভবান্দ মাজুমদারের বালীতে চলিলেন। পশ্চাৎ মাজুমদারের বালীতে যাওয়া এই চিত্তা করিয়া পরম সুদরী এক কম। হইলেন কৃষ্ণচন্দ্রে একটি ঠাপী লইয়া।
মনোর নিকটে যাইয়া। কহিলেন ঈশ্বরী পাঠনী আমাকে পার করিয়া দেহ। ঈশ্বরী পাঠনী কহিলেক মা ভূমি কে অগ্রে আমাকে কহ পশ্চাৎ পার করিব ঈহা শনিয়া হাস্য করিয়া। কহিলেন ঈশ্বরী আমি ভবানন্দ মজুমদারের কন্য। খুশ্রুলায় গিয়াছিলাম লেখায়ে বিবাদের স্থানে তিনিতে পারিলাম না। এখন পিতালো যাইতেছি ঈহ। শনিয়া। ঈশ্বরী পাঠনী কহিলেক মা ভূমি মজুমদার মহাশয়ের কন্য নহ তাহার কন্য। হইলে এ বেশে একাকিনী কেন যাইবা কিন্তু আমার অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে ভূমি লক্ষ্মী মজুমদারকে কৃতার্থ করিতে গমন করিয়াছ আমি অতিদুঃখিনী আমাকে আত্ম পরিচয় দিও তাহাতে লক্ষ্মী হাস্য করিলেন ঈশ্বরী পাঠনী পরম আল্লাহতে নৌকা শীঘ্র আনিয়া। কহিলেক মা। নৌকায় বৈদেশ লক্ষ্মী নৌকায় বলিয়া। দুই ধারণ পদ জলে রাখিলেন ঈশ্বরী পাঠনী কহিলেক মা গো জলে নানা হিষ্ণুর কষ্ট আছে কি জানি পাছে পদ দম্পশন করে পা দুইধারি ভূলিয়া। বৈদ তাহাতে লক্ষ্মী কহিলেন পদ কোথায় রাখিব। ঈশ্বরী পাঠনী কহিলেক পা। দুইধারি জলসচেন্নীর উপরে রাখ। বিষ্ণৰায়া ঈহা শনিয়া। জলসচেন্নীতে পদ রাখিলেন। জলসচেন্নীতে পদ স্বর্ণ হইতেই সচেন্নী স্বর্ণ হইল। ঈশ্বরী পাঠনী দেখে সচেন্নী সোণ হইল তখন অন্তুর রবে বিবেচনা করিলেক ইনি সামান। নম স্বর্ণজনী ডাট করিয়া আমার নিকট আসিয়াছেন ঈশ্বরী পাঠনী লক্ষ্মী পদে নথ হইয়া। প্রশান্ত করিয়া। বহুবিধ ভয় করিলে তখন লক্ষ্মী হাস্য করিয়া। কহিলেন ঈশ্বরী পাঠনী ভূমি আমার অনেক তপস্যা। করিয়াস্ত আমি বষ্ট বাধা আছি বর বাচান কর। ঈশ্বরী পাঠনী কহিলেক মা গে। ভোমার কৃপায় আমার সকল পূর্ণ হইল যতিবর বর দিবেন তবে এই বর দিওন যে।
আমার সম্প্রতি যার থাকিবেক কেহ দুঃখ না পায় এবং দুঃখ ভাঙ্গাত থাঙ্ক। তথাপি বলিয়া ললিতী অন্তর্হিত হইলেন।

পশ্চাৎ ঈশ্বরী পাটনী আনন্দ সাগরে মধু হইয়া। তবনন্দ মন্দিমদারের বাটিতে যাইয়া। মন্দিমদারের গৃহিণীকে সমস্ত সৃষ্টিত জাত করিলেক মন্দিমদারের বনিতা আনন্দার্থের মধ্য হইয়া। ঈশ্বরী পাটনীকে দিয়া বান্ধা আত্মরণ সমষ্টি করিয়া পশ্চাৎ পুরবাসিনীর। সকলে আসিয়া। জয় একমি করিতে

প্রবর্ত্ত আকাশদের সীমা নাই রজনী গোয়ে তবনন্দ মন্দিমদারের দ্বি ঘূর্ণে দেখেন অপূর্বা। এক কথা। কহিতেছেন আমি তোমার বাটিতে আসিয়াছি এবং আমার একটি ঝাপী তোমার ঘরে রাখিয়াছি তুমি সর্বদা আমার পুলক করিব। এবং ঝাপীটি খুলিয়া না রায় মন্দিমদারের দ্বী প্রায় গাত্রপান করিয়া। দেখেন ঘরের মধ্যস্থলে ঝাপী স্নান করিয়া।

ঝাপী সম্ভুক লইয়া। অপূর্বা এক স্নানে রাখিয়া। না। বিধ আয়োজন করিয়া। লক্ষ্যর পুলক। করিলেন আদ্যাপি সেই ঝাপী আছে।

তবনন্দ রায় মন্দিমদার রাজ। মানসিংহের সহিত ঢাকায় উপনিষ্ঠ হইলেন পরে এক দিবস রাজ। মানসিংহের সহিত আহান্নি। বাদশাহের নিকট ঘমন করিলেন বাদশাহের

নিকট ঘমন এবং আগমনপথকের বিদ্যালিত সম্বাদ রাজ। মানসিংহ নিবেদন করিলেন কিন্তু তবনন্দ মন্দিমদারের বিষয়ে প্রশ্নে বাদশাহের নিকট করণে বাদশাহ আজ। করিলেন তাহাকে আমার নিকটে আন। রাজ। মান-

সিংহ অভিযুৎ হইয়া আহাকি করিলেন রাজ মন্দিমদার বিষয়ে সমকাল করিয়া। করপুট সম্বৰ্ধে দাবাইলেন বাদ-

শাহ তবনন্দ মন্দিমদারকে দেখিয়া। ভূষ্ট হইয়া করিলেন উপযুক্ত মনুষ্য রঞ্জে। পশ্চাৎ রাজ। মানসিংহের না।
প্রকার রাজস্থান সামগ্রী দিয়া আজ্ঞা করিলেন তোমার কোন বাসনা থাকে আমাকে কহ আমি তাহ। পূর্ণ করিব।
তখন রাজা মানসিংহ নিবেদন করিলেন রাজা প্রতাপাদি-তাকে শালিল করণের মূল ভবান্ধন মন্মূর্ধার যদি আজ্ঞা।
হয় তবে মন্মূর্ধারকে রাজস্থান কিছু দিয়া আমার হাস্য করিয়া কহিলেন উহার কি প্রার্থনা। তখন রাজা মানসিংহ করিলেন বাড়ীয়ার মধ্য বাঙ্গালায় নামে এক পর-গণ। আছে সেই পরগণ। ইহার জমিদারী হউক বাদশাহ হাস্য করিয়া কহিলেন জমিদারীর লিপি করিয়া। দেহ আজ্ঞা পাইয়া রাজা মানসিংহ বাঙ্গালায় পরগণার জমিদারীর লিপি বাদশাহের যাঙ্কে করিয়া। মন্মূর্ধারকে দিয়া সম্ভব করিলেন রাজ মন্মূর্ধার জমিদারীর লিপি লইয়া। বাদশাহের নিকট হইতে বিদায় হইয়া। রাজা মানসিংহের বাটীতে গেলেন।
রাজা মানসিংহ কিফিত গৌণে রাজ্যদারবাল হইতে বিদায় হইয়া। বাটীতে আনিলেন দেখেন ভবান্ধন মন্মূর্ধার বসিয়া। রহিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি কার্যী। এখন এখানে আদিতম ভাবে মন্মূর্ধার কহিলেন মহারাজ আমার মনোরাঙ্গ। পূর্ণ করিলেন কিছু কাস্তের জন্য বিদায় করুন। ইহাতেই রাজা মানসিংহ কহিলেন মন্মূর্ধার নিজ বাটীতে যাইব। মন্মূর্ধার নিবেদন করিলেন সেহে আজ্ঞা।
হয় রাজা মানসিংহ বহুবিধ রাজস্থান দিয়া যথেষ্ট ভূষি করিয়া। মন্মূর্ধারকে বাটীতে বিদায় করিলেন।
ভবান্ধন মন্মূর্ধার রাজা প্রাপ্ত হইয়া মনের আনদের স্বভাব লাগে তুলি যোগে বাটী প্রস্থান করিলেন।

ভবান্ধন মন্মূর্ধার বাটীতে নিকট আদিতম নিজরায় দুই প্রেরণ করিয়া সম্ভাব্য দিয়া পশ্চাদার্পণ উপলব্ধি হইলেন। যাবন্ধীয় লোক প্রবণ করিলেন যে রাজ মন্মূর্ধার
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়র চরিত্র। ১৫

বাণ্যান পরগণা জমিরারী করিয়া আসিরাছেন ইহাতে যাবদিয় মনুষ্য হর্ষ হইয়া ভেটের সমগ্র লইয়া সাঙ্গে করিতে গমন করিলেহ। সকলেরি মহ। আনন্দ হইল রায় মঞ্জুমদার যে যোগমন্য তাহাকে তেমনি সমাদর করিয়া দেখাইলো। পশ্চাৎ আনন্দ গমন করিয়া পুরমধ্যে উক্তকঃ স্বানে কিঞ্চিৎ কল বনিয়া অনলাপুৰে গমন করিয়া। মধুর বাকু নিজ পরিবারের তোম জম্মাই দিয়া আসাম বলিলেন। রায় মঞ্জুমদারের পত্নী লক্ষ্মীর আগমনের যাবদিয় বুকান্ত নিবেদন করিলেন সকল সমাচার জাত হইয়া। রায় মঞ্জুমদার বিবেচনা করিলেন লক্ষ্মীর কৃপায় আমার সকল সম্পত্তি। মহানন্দে গাঠাপাধান করিয়া বাপের দর্শন করিয়া। পুরানানন্দের বহুবিধ স্তব করিলেন এবং সহন্ত্রোৃথ্রু রায় করিয়া জাতি কুটুম্ব নিঃসন্ত্র করিয়া লক্ষ্মী পুজা করিলেন এবং রাজকীয় মন্ত্রার করিলেন পুর্বের সকল প্রজা মনের হর্ষে রাজকর যোগাইতে লাগিল। কিছু কালানন্দের ভাবনায় রায় মঞ্জুমদারের তিন পুত্র হইল জাতের নাম রাখিলেন গোপাল মধ্যামের নাম গো-বিবাদ কনিষ্ঠের নাম এই ইহারিমতের মধ্যে গোপাল রায় সর্ব পাঠে উক্ত পাঠিত। কদান কালানন্দের রায় মঞ্জুমদার তিন পুত্রের বিবাহ ধিয়ো দিলেন কালক্রমে গোপাল রায়ের পুত্র হইল নাম রাখিলেন রাষ্ট্র রায় ভাবনায় রায় পৌষের দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন এ পৌষের অতি প্রধান মনুষ্য হইবেক সর্ব লক্ষ্মী সকলাকাঙ্ক্ষ। পৌষেরই মহাত্মা ঘটা করিয়া পশ্চাৎ দুর্বল সুবুদ্ধি রায় ও হরিবিপ্লব রায়কে কিঞ্চিৎ জমিরারী করিয়া। দিয়া লন্দোলনে বিরত হইলেন। পরে গোপাল রায় সর্ব উচ্চ হইয়া কাল ঘাপ-
করেন কিছু কাল পরে গোপাল রায় ভূতা গোবিন্দ রায় ও ভূতা শ্রীকৃষ্ণ রায়কে কিছুতে জমিদারী দিয়া ঈশ্বর ভক্ত কারণ বিষয়ভাগী হইলেন। পরে রাঘব রায় সর্ব শাস্ত্রে সুবিধার্ণ অতিভূত দাতা সর্বদা যাবদায় প্রজার প্রতিপালনে মহিমান্ব সর্ব লক্ষ্যাকৃত্ব দান ধান যোগ সদালাপ বিশিষ্ট লোকের সমাদর রাজা সুদূত সকল লোকের নিকট মহৎ সুখ্যাত্যপন্ন জমিদারীর বাচুলা হইতে লাগিল মনে বিচার করিয়া স্বীয় করিলেন আমি রাজধানীতে গমন করিব শুভ দিন স্বীয় করিয়া। রাজধানীতে গমন করিলেন সম্রাটের রাজ-জার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া। আজ্ঞামানের পৌরুষ বর্ধিত জ্যোতির্মিত রাজশাহীর রাজার সর্বসাক্ষাৎ করিয়া। দেখিলেন এ বড় মনোহর ইহাকে রাজা করি। পরে অনেক ভুমির কর্তৃ করিয়া। রাজপুরাদি দিয়া উপাধি রাখিলেন রাঘব রায় মহারাজ সেই অবধি ক্ষ্যাতি হইল মহারাজ পরে মহারাজ অন্তরীক্ষামৃতিতে আগমন করিয়া রাজত্বের বাহ্য-লা করিয়া কাল যাপন করেন। সময়ক্রমে এক পুরুষ হইল তাছার নাম রাখিলেন রূপু রায় পশ্চাত কিলিই কালানুসংখ্যে রূপু রায়কে রাজা দিয়া ঈশ্বরে মনোর্পণ করিলেন।

রূপু রায় মহারাজ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মহানন্দে কাল যাপন করেন এক দিবস পাত্র মিশ্র সকলকে অজ্ঞা করিলেন যে সমস্ত সকলে মাটীয়ারি পরিবারের যাইত অপূর্বত্ব এক পুরী প্রক্ষতা করহ আমি দেই সম্ভাবনা বাস করিব সকলেই কহিলেন উপযুক্ত স্থান বেঁচ এই পরমার্থ স্থির করিয়া পুরাতন চারি অগ্রে গমন করিয়া বাটী নির্মাণ করিলেন। পরে রূপু রায় মহারাজ স্পর্শিতে মাটীয়ারির বাটী যাইয়া সন্ধ্যা করিলেন অধ্যাপিত এ সকল স্থান বর্ধমান আছে। পরে সময়ক্রমে রূপু রায় মহারাজের তিন পুত্র হইল জো-
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র

ষের নাম রামচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কনিষ্ঠ রামজীবন। রামচন্দ্র মহারাজ অতিবড় বলবান রাজাভিষিক্ত হইয়া বল-ক্রমে অনেক ক্ষুদ্র জমিদারের ভূমি লইয়া। আপন রাজা অধিক করিলেন রামচন্দ্র মহারাজ অবর্তমানে কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হইলেন এই কালীন ঢাকার সুরা হইলেন মূর্ষাদালি- ভুঁই ঢাকা পরিভাষা করিয়া। আমার নামে এক অপূর্ব নগর বসাইয়া। নাম রাখিলেন মূর্ষাদালিভূঁই এই নগরে রাজ-পানী করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ পরম ধার্মিক এবং সুবাসিন নিকট যথেষ্ট মূখবিহিন হইয়া রাজকুমার পুরক্রমে নিয়মিত ছিল তাহ। অপেক্ষা কিছু অল্প করিয়া যথেষ্ট লৈন্ড রাখিয়া রাজ্যের বাহ্যিক করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ বাইশ লক্ষের জমিদারি করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করেন তাহার অ-বর্তমানে রামজীবন রাজা রাজা হইলেন।

রামজীবন রায় মহারাজ রাজাপূত্র হইয়া। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের নামে যে এক নগর করিয়াছিলেন সেই নগরে রাজধানী করিলেন। রামজীবন রায় মহারাজ অত্যন্ত প্রতাপাস্ত রাজা অতিশয় শান্তি করিয়া। এই কৃষ্ণচন্দ্রের কাল ক্ষেপণ করেন। সময়ক্রমে মহারাজের দুই পৃষ্ঠ হইল জেঙ্গে রষ্ঠুরাম কনিষ্ঠ রমণগোপাল কিছু কালান্তরে রষ্ঠুরাম রায় রাজা হইলেন রষ্ঠুরাম রায় মহারাজ অতিবড় দাতা পুষ্য-বান পরম সুখে কাল যাপন করেন রাজা রাজীর অধিক বয়ঃক্রম হইল পৃষ্ঠ না। হওয়াতে সর্বদা সুখিত থাকেন এক দিবস মনে চিন্তা করিয়া। বির করিলেন ইশ্বরের আরাধনায়িকেক উত্তম রন্ধু লাভ হয় না। অতএব আমরা দুই জনে কঠোর তপস্যা করি তবে ইশ্বর অবশ্য পৃষ্ঠ দিবেন রাজা রায়। ইহাই বির করিয়া। আরাধনার নিয়ম করিলেন অতিপ্রাপ্ত গানালোকান করিয়া। রামানন্দের ইশ্বরের মহত্তী
পুজা করিয়া সূর্য দৃষ্টি করিয়া। রাজা রাণী প্রভাব ঈশ্বরের তপস্যা। করেন এই রূপে এক বর্ষ গত হইল রাজা রাণীর তপস্যাতে সকল লোকের চমৎকার বোধ হইয়া বিষ্ণুর পূজা করিলে আরাধনার নিমিত্ত এক ব্যাপার। ভাই। পূর্ণ হইলে মহতী ঘট। করিয়া যজ্ঞ করিলেন কিছু কালে পরে এক দিবস রাজ্যে রাজা রথ রানির সহিত অন্তপূর্বে শয্যা করিয়াছেন রজনী শেষে রাণী অপূর্ব স্বপ্ন দেখিয়া। চৈতন্য হইয়া রাজাকে গাড়ি বাহন করাইলেন রাজার চৈতন্য হইলে পর নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আমি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলাম রাজা কহিলেন কি স্বপ্ন দেখিয়াছে রাণী কহিলেন আমি নিন্দিত ছিলাম এক জন অপূর্ব পুরুষ আসিয়া। আমাকে কহিলেন আমি তোমার পুত্র হইব আমাই তোমার। আনেক সূর্য হইব এবং যাবদিয়ে লোক তোমাকে সূর্য গঙ্গার কহিবেক যে হে তুমি আমাকে প্রসব হইবা। আমি কহিলাম আপনি কে তাহাতে কহিলেন তোমরা যাহার আরাধনা করিয়াছিলা। আমি তাহার অনুভূত তোমার পুত্র হইতে আমাকে আজ্ঞা হইয়াছে ইহাই বলিয়া। অত্যন্তকুরুমূর্তি ধারণ করিয়া। আমার মূখমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা রথের যথেষ্ট প্রবণ করিয়া মহান দার্শনিক মধ্য হইল রাণীকে কহিলেন তোমার অপূর্ব বালক হইলে একা তোমার গাড়ি হইলো এ কথা অনায়াসে কহিবা না। কিছু কালে পরে রাণীর গর্ভে প্রচার হওনে পাত মিজআদ্রহ বর্গের সমুদ্র আবাদ্ধ হইল দুই নাম। প্রকার উৎসাহ হইতেছে সমরকৃতমে রাণীর প্রসব বেদনা। উপলব্ধি হইল এই স্মৃত্র রাজা চন্দ্র। কোন দিনের শায়েস্তা মহামহোপাধ্যায় এমত পণ্ডিতগণের লইয়া। রাজা অন্তপূর্বের নিকটে বসিলেন যাদিয়ে প্রধান জীবন প্রতিনিঃ জীবন। নানা সাধারণে অচ্ছে
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রঃ ।

সখান সাহায্যকে যে আজ্ঞা হইবেক তৎক্ষণেতে সে কার্য্য করিবেক ইতি মধ্যে শত সত্যঃ শত ভেবে অপূর্ব্ব এক পুনৰ্ব্ব হইল পুনঃপুনঃ রূপে পুরী চদরের ন্যায্য আলো! করিল রাজপুরে জয়ঃ ওনি হইবামাত্র অটলিকার উপরে বাধ্যোদাম শত্রু ঘটা। ঘড়ি তুমী তুমী কৃষ্ণচন্দ্র রামচিন্তা চন্দ্র। চাওল দামামা এবং যীশু মুদ্রাম কাল্যা কর্দিন রামবেশী প্রভুত্বি নানা মদনের বাদে কৌলাহল শত্রু নগরস্থ রূপগুরু রাজপুরে আলিয়া। হলুদ ওনি করিতে পুরুষ হইল রাজা পরমাণ্ডাদেশ শত্রু সুবর্ণ এবং রাজ্যকতে এবং অস্ত আনুভুম এবং আলোককে প্রদান করিতে লাগিলেন যাবদীয় নগরস্ত লোকেরদিগের সত্বাবের সীমাব নাই কিন্তু কালিয়ার পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন যাবদীয় নগরের লোকের বাটীতে মোল্য ও দর্শে এবং সনদেশ ভাবিয়া প্রদান করে। পাত্র রাজাসংঘাতের সকলের বাটীতে প্রদান করিয়া পশ্চাৎ রাজারন নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ অন্তঃপূর্বে যাইয়া। পুনৰ্ব্ব দর্শন করল এবং ভূমার্ধের লেখে বাসন। রাজপুরে দেখে। রাজাহান করিয়া কহিলেন কর্ষ্যবা হই রাজাঃ অগ্রে পুরুষে গমন করিয়া। পুন্ত্র দর্শন করিলেন পশ্চাৎ দাসীরদিগের প্রতি আজ্ঞা করিলেন পাত্রপ্রতি যাবদীয় ভূতবার রাজপুরে দর্শন করিতে আসিতেছে সকলকে দেখাইল। দাসীর রাজপুরে কোটে করিয়া যাবদীয় প্রধান ভূতবারদিগকে দেখাইল। পরে সকলেই অন্তঃপূর্বহইতে আগমন করিয়া। রাজসভাতে বিলিয়া সমস্ত রাস্তার বেদন্তি করিতে লাগিলেন পরে বোধিসিম ভট্টাচার্য্যর। নানা শাস্ত্র বিচার করিয়া। দেখিলেন অপূর্ব বালক হইয়াছে রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন মহারাজ এই যে রাজপুরে হইয়াছেন ইহার দীর্ঘ পরমায়ু। হইবেক
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ন্য চরিত্র।

সর্কা শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় এবং রুপিতে পৃথক গণিতের নাম এবং ধর্ম হইতে লোক ইহার অভিশাপ শপ গৃহস্থের মহারাজ চক্রবর্তী হইত। বহুকাল রাজ্য করিতেন। মহারাজ ইহার গুণে কুল উজ্জ্বল হইতে রাজা জ্যোতিষিভ ভট্টাচার্যের দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া অভ্যস্ত হইয়াছিলেন কিছু কালানুম্বরে নর্তকীরা আসিয়া। রজনীতে রাজার সমস্ত নৃত্য করিতে প্রবর্তন হইল দিব। রাত্রি সর্বদাই নগর রস্তায় লোকদিগের আনন্দে সীমা নাই এই রূপে কালেক্ষেপ করেন। রাজপুত্র দিনে চন্দ্রের নাম যুক্ত পাইতেছেন নাম রাজাদের কৃষ্ণচন্দ্র কালক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবর্তন হইলেন অভিধর যখন যাহা হুমকি তৎক্ষণাং অভ্যাস হয় সকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত হইলেন। পরে বাঙ্গালা ও পার্বত্য শাস্ত্রের কথা পণ্ডিত হইয়া অশ্বিনিদ্যাতে প্রবর্তন হইয়া। অল্প দিনেই অশ্ব শিক্ষা করিয়া। রাজকীয় রাপার শিক্ষা করিতে লাগিলেন রাজারাজের যে মন নীতিবল আছে তাহা শিক্ষা করিলেন অল্প কালের মধ্যে সকল বিষয়ের পারশ্ব হইলেন। রাজ রশ্মিকার রায় দেখিলেন পুণ্য সর্কা ও অল্পক্ষণ হইলেন অতএব পুত্রের বিবাহ দিয়া রাজা করিয়া আমি ঈশ্রুত্ত্বে যাইত। নিজ কর্মের সাধন করি ইহাই মনোমধ্যে সিদ্ধ করিয়া সকল সত্ত্বাদ জনের করিয়া আজ্ঞা করিলেন ভোমরা সকলে বিবেচনা। করিয়া উত্তম বৎস্ত পরম সুন্দরী কন্য। সিদ্ধ কর আমি রাজপুত্রের বিবাহ তুলা দিয়া সকলেই যে আজ্ঞা বলিয়া দীর্ঘ কাল করিল। পরে অনেকে কন্যার অমর্য করিতে লাগিল শতে স্থানে লোক প্রেরিত হইল পরে সকলের বিবেচনায় উত্তম বৎস্তে পরম সুন্দরী কন্যার সহিত সম্মিলন নির্মাণ হইয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন রাজ গৌড় বঙ্গনিবাসী।
যাবদীয় রাজগণ এবং পাপিতগণ ও প্রধানে মনুষ্য নিঃস্কৃত করিলেন বিবাহের দিবস কাল্পণিক মাত্র স্মৃত হইল যাবদীয় মনুষ্যের কারণ নানা স্থানে তাহাদের হইল প্রতি ভাঙাের চর্চা চোখ লেহে গেয় চারি প্রকার সামগ্রী পরিপূর্ণ এবং যে যেমন মনুষ্য তাহার মত থাকনের স্থান নির্মাণ হইল রাজধানীতে যাবৎ দেশায় লোক আগমন করিতে লাগিল। রাজা আমুজন উদিতের প্রতি আজ্ঞা করিয়া। দিলেন তেমন সর্বনা তত্ত্ব করিবা বিষ্কুর লোকের আগমন হইতেছে যে কেহ অভিভুক্ত না থাকে যে যত লয় তাহাই দিবা রাজাজানুসারে তাহারা যথা কার্য্যে সদা। সাবধানে আছে পরে রাজগণের আগমন শ্রবণ করিয়া রাজা আপনি প্রত্যক্ষ রাজার নিকটে হইয়া। সমাদরপুর্কৃত উত্তমালয়ে থাকনের স্থান নির্দিত করিল। দিলেন এবং উপযুক্ত মনুষ্য রাজগণের নিকটে নিয়োজিত করিলেন যে যেমন রাজা সেইরূপ সমাদর করেন এবং সামগ্রী আয়োজন করিয়া প্রেরিত করিলেন। পরে রাজা রস্তামগন নগর তুমুল করিয়া দেখিলেন যে আত্মিত লোকের আসিয়াছে এত লোকের খাদ্য সামগ্রী কি প্রকারে ভুতোরা যিতে পারিবেক অতএব নগরস্থ যাবদীয় খাদ্য সামগ্রী দেখাঙ্ক আছে ইহাই আমি করিয়া। সকলকে অনুমতি করি যে যত লয় তাহাত। দেয় ইহাঁ। মনে স্মৃত করিয়া পাত্রকে আনান করিয়া করিলেন যেরূপ লোকের আসিয়াছে ইহাতে কেহ খাদ্য সামগ্রী প্রদান করিয়া। যখন লইতে পারিতে না কিন্তু যদি কেহ উপরাসী ধ্বমে তবে বড় অথবাতি অতএব নগরে যত আহারের বুলোয়ের স্থান লোক আছে তাহার দিগকে কহ যে যত চাহে তাহাকে তত দেয় এবং যে আপনি লহ তা-হাকে বার্ণ না করে লোক সকল আগমন ব্যক্তি মত দুর্বল।
লোক পরে মহারাজেরদিগের লিপিমাঝ টাক। দেওয়া যাইতে বেক আর ভাঙ্গারের নিয়োজিত লোককে কোথা যে যত চাহে তাহার দশধু করিয়া সামগ্রী দেয় এবং তুমিস্বরূপ তুমিষ্ঠ করিয়া যেন কেহ দুঃখ না পায়। পাত্র যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন অসংখ্য মনুষ্যের আগমন হইয়াছে কেন্দ্রে লালে নগরের লোক বধির হইল নগরের শোভার সীমা নাই নহসূল পতাকা রুক্ত পীত অজ্ঞ নীল ইত্যাদি উজ্জ্বলী-মানা নাম জাতীয় বাদ্যোপদাহার রাজপুরে মহামহোৎসব অন্য রাজগণ দর্শন করিয়া ধনঃ করিবেন। আর অনেক পণ্ডিত লোক আগমন করিয়া ধনঃ স্থানে কাল ক্ষেপণ করিতেন। রাজপুরে প্রত্যহ অপূর্ব সত্ত্ব হয় যাবদীয় রাজগণ এবং পণ্ডিতগণ এবং প্রধান মনুষ্য সকলেই রাজ সভায় গমন করিয়া ধনঃ স্থানে উপবিষ্ট হন। নর্তক নর্তকী শত্ত আদিত্বু নূত্ত্বা গীত বাদা শ্রবণ করায় এই রূপ প্রত্যহ। প্রথমে মহতী ঘটাপূর্বক রাজপুরের বিবাহ সমাপন হইল। পরে মহারাজ রূপোদ্যম রায় অন্যাহুদি যে সকল লোক আসিয়াছিল ভারতীয়গণকে মনোজ্ঞ ধন দিয়া বিদায় করিলেন সকল মুখান্তি করিয়া আপনাং দেশে গমন করিল। পরে রাজাগণের দিকে উপরূপ মর্যাদা করিয়া বিদায় করিলেন পণ্ডিতগণকে এবং প্রধান মনুষ্যের দিকে যে যেমন পাত্র বিবেচনাপূর্বক মর্যাদা করিয়া বিদায় করিলেন সকলের মুখান্তি করিলে যে দিগমসূল পরিপূর্ণ হইল এই প্রকার মহতী ঘটা করিয়া রাজা রূপোদ্যম কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিবাহ ছিলেন। রাজারাণী পুত্র এবং পুত্রবধূ প্রাপ্ত হইয়া আচরণে কাল যাপন করিতে লাগিলেন এই রূপে কিঞ্চিৎ কাল যায় পরে মহারাজ রূপোদ্যম রায় কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মা রাজো নিয়ুক্ত করিয়া আপনি ঈশ্বর ভজনে পুর্বক।
হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা হইয়া দর্শা শাসনমত প্রাঙ্গণ পালন করিতে আরুন্ধ করিলেন রাজ্যের লোকের দিগের কোন ব্যামোচ্ছ নাই ভূতাবর্গেরা নিজঃ কার্যে প্রায়াস করিয়া কলজ্জন করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মুখ্যতির স্নিম্ন নাই তথ্যনুরাজ্যানী মূর্তিপালিত দেবাদেবাদেব নামের নিকট মহারাজার অবতান সম্যক প্রকারে মহারাজ চক্রবর্তীর নায় ব্যবহার।

এক দিন মহারাজ পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পূর্বে এ বংশে যে সকল রাজ্য হইয়াছিলেন তাহারা কেহ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ আমরা পুরুষানুক্রমে এ রাজ্যের পাত্র কিন্তু স্বর্গীয় মহারাজার। আর প্রাঙ্গণ সুধৈর্ধ্যতি করিয়াছেন যজ্ঞ কেহ করেন নাই। মহারাজ এই বাণ্ড শ্রবণ করিয়া পাত্রকে কহিলেন আমি অতি বৃহদ্ধ্যজ করিতে স্ফুর্তি আয়োজন কর। পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ প্রখ্যান পাঞ্জিতরিদিগকে আত্মান করিয়া কি যজ্ঞ করিবেন তাহ। বস্তি করেন পশ্চাৎ যেমন আর্জে করিবেন তাহাই কথিত পাত্রের বাক্যে ভট্টাচার্য্যরিদিগের আগমনার্চ রাজা সর্ব্বক্ষণ গিরি প্রেরিত করিলেন। প্রখ্যাত পাঞ্জিতের রাজ্যপত্র প্রাঙ্গণ হইয়া মহারাজ রাজ্যানীর কৃষ্ণগতে আগমন করিলেন।

পরে রাজা প্রখ্যাত করিলেন যে প্রখ্যানে পাঞ্জিতের। আমার আকৃতি প্রতি আগমন করিয়াছেন। পাঞ্জিতের প্রতি রাজা আর্জে করিলেন অনেক পাঞ্জিতের আগমন হইয়াছে অত্যন্ত তাহারিদিগকে উক্তম স্থানে রাজা এবং উক্তম পাঞ্জিতের সামগ্রী যেহ সহেম কোনমতে ব্যাপার না। পাঞ্জিত রাজা আজ্ঞাগতে যাবদ্ধি পাঞ্জিতরিদিগকে উক্তম স্থান দিয়া ধায় সামগ্রী যত্নের সেরুপ ছিলেন। পরে সিবস্বরূপ রাজা সত্য করিয়া।
পণ্ডিতেরদিগকে আহুতি করিলেন পণ্ডিতেরা নিকটে আসিয়া মহারাজকে আশীর্বাদ করিয়া সভাপতিবেশনপূর্বক নানা শাস্ত্রের বিচার করিতে প্রবর্ত হইলেন। বিচারামৃতের পণ্ডিতেরা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নির্দেশ করিলেন আমার দিগের প্রতি রাজা লিপি কি কারণ গিয়াছিল তাহাতে রাজা কহিলেন আমি বাসনা করিয়াছি যজ্ঞ করিব। অতএব আপনারা বিচার করিয়া আজ্ঞা করুন কি যজ্ঞ করিব আর কি করিবে সত্যিই সুখাদিত হইবেক এই বাক্য ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া মহারাজকে নির্দেশ করিলেন এ অপূর্ব পরামর্শ করিয়াছেন অদ্য আমরা রাসায় প্রস্থান করি কল্য আসিয়া নির্দেশ করিব।

পর দিবস পণ্ডিতেরা আগমনপূর্বক রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া সকলে সভায় বসিলেন পরে রাজা পণ্ডিতেরদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন আপনারা কি স্থির করিয়াছেন পণ্ডিতের। কহিলেন মহারাজ অশ্লিষ্টতে ও রাজ্‌স্বে যজ্ঞ করুন। রাজা উদ্দিত করিলেন দুই যজ্ঞ এককালীন করি কি পূৰ্ব্বে করিব ইহা বিবেচনা করিয়া আপনারা আমাকে আজ্ঞা করুন এবং কত বায়ে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক তাহাতে আজ্ঞা করুন পণ্ডিতেরা কহিলেন রাজার যজ্ঞ বায়ের বিবেচনা মহারাজ করিবেন যজ্ঞের যে সামগ্রী আবশ্যক তাহা লিপি করিয়া দিই রাজা কহিলেন ভাল তাহাই দিউল। পরে পণ্ডিতেরা রাজসভাহইতে গাত্রোপল করিয়া পাত্রের নিকট যাইয়া যজ্ঞের সামগ্রীর কর্দ করিয়া দিলেন এবং কহিলেন যে দুধ্বা জতেতে লাগিবেক তাহাই আমরা লিখিয়া দিলাম পরে পাত্র সামুদায়িক বরার্ড করিয়া দেখিলেন বিপুল লক্ষ্মী টাকা হইলে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক। মহারাজার নিকটে পাত্র গমন করিয়া।
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের চরিত্র।

সমস্ত নির্দেশ করিলেন। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন আয়োজন করহ পরে পাদ যজ্ঞের মুর্তি সকল আয়োজন করিতে প্রবর্ত হইলেন।

পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় আহ বন কবিয়া রাচ গোড় কাশী দুর্গার উৎকল কাশীরপ্রভুতি দেশে রাবণীর পঞ্চেত্রিদের প্রতি নিমগ্ন পত্র পাঠাইলেন যজ্ঞের কাল উপস্থিত হইলেই দারুণ দেশীয় ধীরবর্ম সমাগম হইলেন রাজা অতিশয় ঘটাপুরক যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলেন এবং সকল লোককে সমীপ ধরিলেন। পরিভাষার মাঝাইলেন রাজার সুধার্থিত সৌন্দর্য নাই রাবণীর পঞ্চেত্র। রাজার নাম রাখিলেন অত্যন্তোত্তম বারোপেরী শ্রীমানহারাকারাজের কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই নাম মহারাজ প্রাপ্ত হইলেন আবারের মধ্য হইলে পঞ্চেত্র রাবণীর পঞ্চেত্রিদের বহুবিধ হয় প্রাদুর্বল্য বিদায় করিয়া মনের হর্ষ রাজা করেন রাজা শাসিত হইলে সর্বম সুখ্যাতি পাইলেন প্রাক্কলের সমীপে আইলেন কোনো ব্যাপার নাই এই রূপে কাল-ক্ষেপণ করেন।

এক দিবস অস্ত্রকস্তরে হইল মূর্গিযুদ্ধ হাইব পরে বৃত্তাবর্ণেরিদের অক্ষ। করিলেন আমি মূর্গা। করিতে হাইব ভোমরা সন্ত্র হও আক্ষা শ্রমায় সকলে প্রত্যক্ষ হইল। রাজা অথবাহৎ গমন করিয়া নিবৃত্ত বনে মূর্গার করেন ইত্যাদি এক বাহাল উপনীত হইলেন ধেন্দের অভিযোগ নিম্ন চারিদিগে নাই যথা এক মদু দীপ এবং দুই অক্ষ পত্র পশ্চাৎ আছে নাই। প্রকার পশ্চাৎ হইতেছে রাজা হাল নিম্নকরণ করিলেন এ অপূর্বত্তা আরায় ইত্যাদি নিত্য দিন বিশ্বাস করিব। রাজা জাতক জনপ্রণালী রাজার ধার-বার উপমূল্য হান করিয়া পঞ্চেত্র আপনারিদের হান।
নিরপেক্ষ করিয়া সকলেই সেই স্থানে বস করেন। পরে রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি এইস্থানে পুরী নির্মাণ করিব পাত্রকে শীঘ্র আনয়ন কর রাজাজানুগারে দূত গিয়া। পাত্রকে আমি পাত্রকে দেখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তুমি এই স্থানে অপূর্ব্ব এক পুরী প্রত্যাখ্যাত কর যেমন কোনকো পে কেহ নিন্দা না করে। পাত্র নির্মাণ করিলেন মহারাজ রাজধানীতে গমন করে অপূর্বী নির্মাণ করাই পশ্চাৎ প্রস্তুত হইলেই মহারাজ আমি দেখিনে। পাত্রের বাক্যে রাজা রাজধানীতে গমন করিলেন পাত্র সেই স্থানে থাকিয়া পুরী নির্মাণ করিতে প্রবর্ত হইলেন চারি দিগে যে নদী আছে সেই গড় হইল দক্ষিণ দিগের নদীর বঙ্কন করিয়া প্রধান পথ এবং আরেকটি স্থানে করিলের দ্বার কামান দুই পাথর রাখিলেন যে হচ্ছি পুরুষে শত প্রবেশ করিতে না পারে তৎপরে অপূর্ব অট্টালিকা তৎপরে বাণ্ডোদাম তৎপরে অতি উচ্চ-অট্টালিকা তথ্য দণ্ড তুলিয়া স্থান জীবন পুরুষের ক্রোধ বিক্রম হইবে। তম্ম স্থানে বিবাহিত পথ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এক অট্টালিকা তথ্য তাহার অক্ষীয় স্থল। বাণ্ডোদাম করিবেক। পরে রাজবাটি পুরুষ এক চতুর্থীমা দশিকণ হইয়া এক অট্টালিকা তথ্য তাহাতে রাজকীয় ভাবার হইবেক। তিন পাথরে অট্টালিকা তথ্য ভূমিয়া ধারিয়া পাত্রে এক চতুর্থীমা ভূমিয়া প্রস্তুত করিতে পারে অপূর্ব এই পুরী ভূমিয়া মহারাজার বিমীক্ষণ স্থান চারি দিগে অট্টালিকা পরে অষ্টপুর অভিপ্রায় বাটি নামা স্থানে নামা পুকার অট্টালিকা। অষ্টপুরের কিঞ্চিৎ দূরে এক পুষ্পচা-
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের চরিত্র।

দ্যান চরুর্দীগে প্রাচীর মহারাণীপ্রতিষ্ঠিত পুক্তপৌষ্ঠানে গমন করিতে পারেন পুক্তপৌষ্ঠানে নানাপ্রকার পৃথক অংশে স্থান এক অটিকা তাহাতে বসিয়া রাখে নর্থকীরকমের নৃত্য দর্শন এবং গীত রচনা প্ররব করেন। পশ্চিম দিগের যে পথ সেই পথ হিয়া। কিংবা গমন করিয়া এক ধর্ষণায়।

লৈখানে অস্থ আস্থার পর এবং উদাসীন যে কেহ উপনীত হইবেক যাহার যে পথ হইষ্ঠ। আহারের প্রয়ো পাইবেক তাহার পরিপূর্ণ করিয়া। যাবা রাখিলেন।

পরে পূর্ব দিগে এক অপূর্ব পুক্তপৌষ্ঠান তাহার মধ্য স্থানে অন্তালিকা এবং নানাকারী রূপ ও পৃথক এই পুক্তপৌষ্ঠানের পূর্ব দিকে মহারাজার জাতি এবং কুটু- মরিকার পূর্বন্তু অন্তালিকায় বাটি প্রত্যেক বাটিতে দেবালয় এইরূপ অনেক পূর্বায় হাঁচি করিয়া। বাটি প্রস্তুত্তা করিলেন। পরে পাত্র বাটি নির্মাণ করাইয়া।

মহারাজকে সমাজ দিলেন যে বাটি প্রস্তুত্তা হইয়াছে। মহারাজ সম্পর্কার নূতন বাটিতে আকাশম করিয়া। সকল পুরী দেখিয়া অভাব তৃণ হইয়া। পাত্রকে রাজপুরান্দ দিয়।

কিঞ্চতঃ করিলেন অধ্যাপকের মধ্যে স্থায় করিয়াছ পাত্র নির্মাণ করিলেন মহারাজের যে পৃথক রাগান হইয়াছে তাহারি নিকটে স্থান আছে আত্ম করিলে সেই স্থানে প্রস্তুত করি। রাজ করিলেন অতি শীঘ্র প্রস্তুত কর রাজ।

ভারূপারে পৃথক পাঠাল। প্রস্তুত করাইলেন সেই স্থানে পাঠালায় প্রধান পাণ্ডীতে। বাস করিয়া। অর্ধান্তে করাইয়া লাগিলেন এবং নানা দেশীয় ও পুরুষ লোক আসিয়া শিক্ষা করান। এবং করেন রাজা স্বত্বক পুরুষদে।

প্রবেশ করিলেন আজ্ঞাদের সীমা নাই। পুরীর নাম শিব- নিবাস নদীর নাম কলকা রাখিলেন পুরুষদের বাবুদিয়র মনু- গ ২
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকায়ণ চরিত্র

হোরা মহাসুধ সর্বদা হায় পরিহাসেকে কালক্ষেপণ এবং ধর্মায়ুধ ঈশ্বরের আরাধনা করে এইরূপে মহারাজ বড় করিতে প্রবর্ত হইলেন। মধ্যে রাজা মূর্তিপ্রসাদ বাণী গোলন্থায়ক নবাব সাহেবের সুনিতা সাক্ষাৎ করিয়া সম্বেদন নিষ্ঠাচার করেন এবং স্নান পুরুষ নবাবকে তথ্য নবাবকে দেন তথ্য নবাব আলাদারিকি অভিভব্য ধর্মায়া সকলের প্রতি দয়ালু পুত্রশীল সকল রাজারা রাজকুর নবাবকে দিয়া। সুখেতে কালক্ষেপণ করিতেছেন রাজোৎপাদ কাহারু নাই যে সেমন মনোযো তাহার প্রতি সাইরেপ নবাবের কৃপ। কিন্তু নবাব সাহেবের পুত্র নাই এক কন্যা কন্যার প্রতি নবাব সাহেবের অভিশপ সেহ। কিছু কালান্তরে নবাব সাহেবের এক পৌর্ণিত হইল নাম রাখিলেন স্রুঞ্জনরেধোল। নবাব সাহেবের বাসনা পৌর্ণিত সর্বদাই নিকটে থাকে এইরূপে কিছু কাল যায় স্রুঞ্জনরেধোল। অভিভব্য সর্বৃষ্টি হইলেন যাহা মনে আইলে তাহাই করেন কেহ দায়ে করিতে পারে না নবাব সাহেবের পাদ মহারাজ মেহদী এবং আরও প্রধান চাকর অনেক আছে সকলেই একু হইয়া। নবাব সাহেবকে নিবেদন করিলেন স্রুঞ্জনরেধোল। অভিশপ সৌরাঞ্চ করিতেছেন আপনি ঈশ্বরের কোন উপায় করুন তার পর নবাব সাহেব স্রুঞ্জনরেধোলকে ভাকাইয়া। করিলেন কুমি বালমায়া লোকের উপর দৌরাচ্ছি করন এ অভিভব্য কর্ম সাবধান করাচ চন্দ্র করিয়া করিও না এইরূপ শালিত করণে স্রুঞ্জনরেধোল। প্রধান পার্থানাথরাজিকে আহ্বান করিয়া। দৃষ্টি করিলেন আমি যে কার্য করিতে তাহা যদি নবাব সাহেবের কর্ণগোচর হয় তবে তোমারদিগের উচিত দৃঢ় করিব এবং এ কথা নবাব সাহেবের নিকট তোমরা। কহিয়াছি যদি আমার নবাব হয় তবে ঈশ্বর প্রতিকৃত সু-
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ন্য চরিত্র

দ্রমে দিব। প্রথান তুঁতোর মহাশ্রয়াম্বিত হইয়া। কিরূপ হইলেন অস্তরে স্তাত্রেদৌলাটা নানা প্রকার দৌরাস্থ করিতে আরম্ভ করিলেন নদী দিয়া। নোকা যাত্রা নে। নোকা ভূরায় মনুষ্য সকল ভূমি মরে ইহাই দেখে। এবং যাহার আলতে আর পরমাণুদ্রোহী কর। আছে বলক্রমে সেই কর। হরণ করে ও গল্পদী ত্রী আসির। উদ্ধর চিত্র। দেখে কেন ধানে সত্যান থাকে এই রূপ অতিশয় দৌরাস্থ আরম্ভ করিল। সকল লোক বিবেচনা করিতে প্রবর্তি হইল পরস্পর বিবেচনা। করিলেন এ দৈৰ্য্যে আর ধাক্তা। পরমাণ নহে নগরস্ত লোক সকল মুরিয়ারাণ্ডে থাক করিয়া। পলায়নপর হইল হাত্তাকার পদে উঠিল সকল লোকেই ইহ্রের বামে আরাম না। করিতে। প্রবর্ত হইল যে এ দেশ করব। অধিকারী না থাকে। কিন্তু দিন যায় নবাব আলাউদ্দিন লোকান্তর হইলে স্তাত্রেদৌলা। নবাব হইলেন যাবতীয় প্রথান। জ্যোতার্গের। ভেত দিয়া কর্পুকেট নিবেদন করিলেন আপনি এখন এ দেশে কর। হইলেন যাহাতে রাজার লোকে সুখী হয় তাহা। করিলেন ইহের আপনকিয়ে সর্বে শ্রেষ্ঠ করিলেন এ দেশের লোককে সুখে রাখিলে। ছুকাম রাজা করিতে পারিলেন এই প্রকার পাত্র মিত্র লোকে সর্বদা বয়ো কিন্তু তিনি দৃষ্টি প্রকৃতি তাঙ্গ ও উত্তম রাজা অর্থন করিয়া। লোকে এখন প্রথান চাকরিরা বিবেচনা। করিলেন স্তাত্রেদৌলা। নবাব ধাকলে। কাহারো কলার নাই অতএব কি হইবে কোথা যায় ইহ। ভাবল। স্বীয় করিতে পারিলে না পারে যায়। দেশীয়। রাজা একার হইয়া। নবাবের প্রথান পাত্র মহারাজ। মহারাজ মহেশ্বরকে নিবেদন করিতে প্রবর্তি হইলেন। রাজবর্গ এই রক্ষা। রাজা। ও নবাবের। রাজা। মেনীন্দ্রপুরের। রাজা। বিশুপুরের। রাজা। মেধু পুরের। রাজা। বীরভূমের।
রাজা ইত্যাদি করিয়া সকল রাজগণ প্রধান পাত্রের নিকট যাত্রা করিয়া। স্রোজনদৌলার দৌরাষ্ট্র নিবেদন করিলেন মহারাজমহেন্দ্র সকলকে আখান দিয়া যারা রাজ্য প্রেরিত করিলেন।

পরে যাবদীর মাত্রা নবাব স্রোজনদৌলার নীতি শিক্ষা করান যত উত্তম কথা কহেন স্রোজনদৌলা। তত্ত্বাধিক মন্দ করে। পরে মহারাজ মহেন্দ্র এবং রাজা রামনারায়ণ রাজা রাজবল্লভ রাজা কৃশ্নদাস ও মৈরাজ কাজরালিরা। এই সকল লোক এক হইয়া এক দিবস জগৎসেট মহাশয়ের বাউটে গমন করিয়া। জগৎসেটের সাহস বিরলে বলিয়া পরামর্শ করিলে লাগিলেন মহারাজ মহেন্দ্র অগ্রে কহিলেন আমি যাহা। কাহু তাহ। আপনার শ্রবণ করুন আমরা এ দেশে অনেক কালাধিক আছি এবং নবাব সাহেবদিগের আজ্ঞানুরক্ত হইয়া প্রাধান্যরূপে পুরুষানুক্রমে কালজ্ঞাপণ করিতেছি এখন যিনি নবাব হইলেন ইস্টার্ন নিকট মানের লুপ্ত। দিন হইতে লাগিল আর সকল লোকের উপর অভিশাপ দৌরাষ্ট্র কর্তৃকে নিষেধ করিলাম এবং যুবাই-লাম তাহ। কদাচ জনে না আর দৌরাষ্ট্র করে অভিব ইস্টার্ন উপযুক্ত কি সকল বিবেচনা করুন রাজা রামনারায়ণ কহিলেন ইস্টার্ন উপযুক্ত হত্তিনাপুরে জনক গমন করিয়া। এ নবাবকে তজির করাইয়া অন্য এক নবাব না আমিলে এ রাজ্যের কালাগ্ন নাই। রাজা রাজবল্লভ কহিলেন এ পরামর্শ কিরূপ নহ হত্তিনাপুরের বাদলাহ জন তিনি আর এক জন নবাব দিবেন সেই জন অত্যন্ত জন অধিকারী ধা- কিলে হিন্দুর হিন্দু ধাকিবে না এইরূপ কথোপকথন করি কিছুই হয় না শেষে এই পরামর্শ হইল যাহাতে জন হয় হয় তাহার চেষ্টা করতে ইহাতে জগৎসেট কহিলেন এক
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র

কার্য কর মহারাজের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতিবড় রুক্মিনায় তাহাকে আনিতে দূত পাঠাও তিনি আইলেই যে পরামর্শ হয় তাহাই করিব। সকলে সত্য কহিয়া দূত প্রেরণ করিয়া নিজে স্থানে প্রবেশ করিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের বাটীতে মহাহরে বিশ্বাম করিতেছেন সর্বদা। আনন্দিত পুরাণিণী। সর্পম্ভ উষ্ম কর্ষে নিয়ুক্ত নানা দেশীয় পুরুষান্ত ব্যক্তি আসিয়া। রাজসভায় বসিয়া গোরীপুরে দিতেছেন পদ্মতিতে। ছাত্র সম্প্রতি ক্ষুদ্র রাজার নিকটত্ত্ব হইতে শালের বিচার করিতেছেন এই প্রকার প্রভাব হইতেছে বিদ্যালয় রাজার বিক্রম- দিতে যায় সত্য সত্য সকলেই মহারাজকে প্রশ্ন করে। করে দিমা রাজার বাহিলা এবং প্রকার বাহিলা হইতেছে রাজার পঞ্চ পুর্ণ কোন অংশে তার নাই যার লোক সুখে কালক্ষেপণ করিতেছে কিন্তু নবাব নাজায়েদুলা। অত্যন্ত দূর্দৃঢ় হইতেছে মহারাজ চিন্তাবিদ্যাগুহ আছেন দেশায়-ধিকারী দুর্দৃঢ় কর্ম কি করে মধুপুর পালিতের প্রতি আস্থা করেন দেশে দেশাধিকারী অতি দূর্দৃঢ় আপনায়।

সকলে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন যে দূত অধিকারী এ দেশে না থাকে কিন্তু তিনি গোপনে আরাধনা করিরা ঢুকার এতক্ষণ না হয় এই বিষয়ে নিজ রাজ্যে বাস করিতেছেন ইত্যাদি মধ্যে মূলধারাধীনতাটি পাত্র মায়ার দূত রাজপুরে উপস্থিত হইল ধারী কহিল তুমি কে কোন হইতে আইলা। দূত আমার পরিচয় দিয়া। কহিল তুমি মহারাজকে সম্বাদ দেহের ব্যাপে মায়া আজ্জা করিবেন সেই কার্য করিয়া দূতের বাক্যের ধারী মহারাজকে নিবেদন করিল মহারাজ মূলধারাধীনতাটি পাত্র মায়ার এক দূত অগ্রিয়া রাজা ধারীর বাক্য লবণ করিয়া আজ্জা করিলেন দূতকে তোমার নিকটে
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ন্যা চরিতক্।

রাখ পত্র আনহ ঘারী অতিশীতু গমন করিয়া দূতকে আমাকে স্থানে বসাইয়া পত্র আনিয়া মহারাজকে দিল রাজ। সন্ধা তাগ করিয়া গোপনে বসিয়া। পত্র পাঠ করিয়া যাবদিয়া সন্ধাদ জ্যাদ হইলেন দিন্তাবিধ সন্ধাদ জ্যাদ হইয়া। হর্ষ বিষাদ দুই হইল হর্ষ হইল যাবদিয়া পাত্র মিত্র ও পুত্তাঙ্গ মস্তিঃ। একত্র হইয়াছেন অতএব রুঁদে অধিকারের ভাল হইবেক বিষাদ হইল নবাব অতি দুঃখ যদি এ সকল কথা প্রকাশ হয় তবে জানি প্রাণ যাইবে এইরূপ মনোমুগ্ধ বিচেন করিয়া নয়ের প্রচার কিছু করিলেন না। কোন ভুতাকে আজ্জ করিয়া। দিলের যে দুই আলিয়াছে তাহাকে হাজার টাকা দেও আর শাদা দ্বুর্ব্য যথেষ্ট করিয়া দেও।

পরে রক্ষার্থে আশীর্বাদরে সহিত বলিয়া। পাটকে আজ্জ করিয়া। অতি নির্জন স্থানে বসিয়া। সকলকে পত্রাভ বান্ত করাইয়া। কহিলেন তোমার বিচেন কর ইহার কি কর্ষার। নবাবের প্রধাণ পাত্র লিখিয়াছেন শীতল মুর্শিদাবাদে যাইতে এবং নবাবের দোরাবাত্তে সকল প্রধাণ মস্তিঃ। ঐক্য হইয়া। আমাকে আজ্জ। লিপি লিখিয়াছেন আমি সেখানে যাইলে যে হয় বিচেন। করিবেন অতএব মহৰ্ষী বিপৎ উপাসনোত্তর ইহার যে সুপরিমাণ তাহা তোমার।

কহ সকলেই নিশ্চিত কাহারে। মুখে বাক্য নাই ক্ষণেক পরে পাত্র নিয়েন করিলেন মহারাজ দেশাধিকারী বিষয়ে অতি সাবধানপূর্বক বিচেন করিয়ে হইলে। রাজ।

কহিলেন কি বিচেন। কার। যার পাত্র নিয়েন করিলেন অগ্রে মহারাজ গমন না করিয়া। আমি অগ্রে গমন করি সেখানকার সময় প্রকাশ জ্যাদ হইয়া। তৃত্তীয়ে যেমন নিয়েন লিখিবে সেইরূপ কার্যা করিবেন হটাহ মহারাজার যাও-য়া পরামর্শ হয় না এই কথা। পাত্র কহিলে পর আরূ
মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। কফিতে সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি। মহারাজের কথা সুনিশ্চিত করি।
বড় বুঝিত্বপ্রান্ত অতের ঠাহার সহিত পরামর্শ করিয়া ইহার
কোম উপয় চেষ্টা পাওয়া। যায় এই বাকা প্রবণ করিয়া।
করপুটে কালেশৃণাদি সিঃ হ নিবেদন করিলেন মহারাজ
যঃ আজ্ঞা করিলেন সকল প্রমাণ কিন্তু রজ্জ্বকর্তা অতি-
দৃষ্ট সবধানে এ সকল পরামর্শ করিবেন আমার মহারাজ
জাতি সর্বহয় এই চিন্তাতেই চিন্তিত আছেন অতের নিবেদন
করি যদি মহারাজাদিগের সকলের ঐক্য বাকা হইয়াছে
তবে অবশ্যই ইহার উপয় হইবেক কিন্তু জনন দন্ত না
করিয়া। যদি এ রূপ দোরাশ্যা সহা করেন তবে কাহারু জাতি
প্রাপ্তি হারিয়ে না। এবৎ জনন অধিকারী নাই ইহায়া। অন্য
কোন দেশীয় মনোযোগ দেশাধিকারী হন তাহার। হইলে সকল
মন্দল হইবে মহারাজ মহেশ্বর উভয় করিলেন এই রূপ আ-
মারাদিগের বাসন। এই নিমিতে তোমরা রাজ্যে আসিতে
নিশ্চিত ছিলাম ভিনি শারীরিক পীড়িত হইয়াছেন অতের
কৃহিত শীতল বিলায় হও যাহাতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শীতল
এখানে আসিতে পারেন তাহা করিবা আর এ স্থানে গৌণ
করিও ন। কালীপুলাদি সিঃ হ নিবেদন করিলেন এ স্থানে
আসিয়া। নবাব সাহেবের সহিত যদি সাক্ষাৎ না করিয়া। যাই
আর যদি দূষ্টলোকে নবাব গোচরে সমাচার কহে তবে নবা-
বের উও। হইবেক আর নবাবের আজ্ঞা তাহেকে এ শহ-
রে আমার মহারাজ আসিতে পারেন না। অতের নিবেদন
করি আমাকে নবাব সাহেবের সহিত লাভ করান আমি
নবাবের গোচরে নিবেদন করিব। আমার মহারাজার এক-
বার আমৃত্ত সহিত লাভ। করিতে বিস্তার বাসন। এবং
আরূঢ় যে বিশেষ নিবেদন আছে তাহা লাভ করিতে নিবেদন
করেন এইরূপ করিয়া। নবাব সাহেবের মত করিয়া। পেশে
মহারাজ এখনে আইনে তাল হুই মহারাজ কর্তা ইহাতে
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মন্মথ চরিত্র

ষেমন্ত আজ্জা করেন ভাবাই করি মহারাজ মহেন্দ্র জনিরা কহিলেন উন্মত্ত কহিয়াছে কল্য সৌমকে নবাব সাহেবের গোচরে লইয়া। শায়েব ভুমি অতিপ্রাঙ্গণে প্রকৃত হইয়া। আমার নিকট আসিবা কালীপুলাদ সিংহ নমস্কার করিয়া বালায় বিদায় হইলেন।

পরে কালীপুলাদ সিংহ ভেটের নামা জাতীয় আয়োজন করিলেন প্রাতে ভেটের সামগ্রী লইয়া মহারাজার বাটাইতে উপস্থিত হইলেন মহারাজ মহেন্দ্রের চতুর্দিকে প্রকৃত হইল কিংবদন্তে মহারাজ মহেন্দ্র এবং কালীপুলাদ সিংহ নবাব সাহেবের দ্বারে উপস্থিত হইয়া। অগ্রে মহারাজ মহেন্দ্র নবাবের গোচরে গেলেন যেমন নিয়ম আছে লেই-মত নমস্কার করিয়া। নবাব সাহেবের সভাতে করেক বলিলেন। পরে নবাব সাহেবকে নিবেদন করিলেন নবাবের পূজা। আহবানকে প্রতিশ্রুত করিয়াছেন এবং কিংবদন্তী ভেটের দুর্বল পাঠাইয়াছেন আজ্জা। হইলেই নিকটে আইলেন নবাব সাহেবের করের খাঁকায়। কহিলেন আলিয়া বল এক জন ভূতা নির্দেশ করিলেন নবাব সাহেবের গো-চরে আলিয়া কালীপুলাদ সিংহ নরস্ত্র নমস্কার করিয়া। ভেট দিয়া নিবেদন করিলেন অনেক দিন আমার রাজা সাহেবকে দর্শন করেন নাই এবং আমার নিবেদন আছে ভাবাও গোচর করেন নাই যদি অনুগ্রহ করিয়া আজ্জা করেন তবে দর্শন করিয়া। যে আম্বা নিবেদন না হইল। করেন। নবাব এ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজার প্রতিষ্ঠা লুকিয়া করিলেন। তখন মহারাজ মহেন্দ্র করপুটে নিবেদন করিলেন যদি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আসিবার করেন নিবেদন করিয়া পাঠাইয়াছেন ইহাতে আসিতে আজ্জা হইলে থাল হয় তখন নবাব সাহেব আজ্জা করিলেন ভাল রাজা। কৃষ্ণ-
চন্দ্র রায়কে আমার নিকট আসিয়ে আজাদপত্র দেও এই বাক্যের পর কালীপ্রসাদ সিংহ অনেক নম্বর করিল। নবাব সাহেবের নিকটই তে বেধান মহারাজ রাজকর্ম করেন সেই স্থানে আসিয়া বসিলেন। কিন্তু পরে মহারাজ মহেশ্বর উপনিষত হইয়া নবাবের অনুমতি দিলে কালী-প্রসাদ সিংহকে বিদায় করিলেন।

পরে কালীপ্রসাদ সিংহ শিবনিবাসে আসিয়া রাজা কৃষ্ণ-চন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন রাজা বিরলে গিয়া। পাত্রে আচার করিয়া। কহিলেন মূর্শিদাবাদের যাবদীয় সমাহীন বিস্তার করিয়া কহ কালীপ্রসাদ সিংহ বিশ্বার করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন রাজা। সমস্ত সমাহীন জাত হইয়া আচারপত্রে অত্যন্ত হুইয়া। রাজপ্রসাদ দিয়া যথেষ্ট সমাহীন পূর্বক আজ্ঞা করিলেন তাহার স্ববস্থ বিভাগ কর রাজধানীতে যাইবে। কিন্তু পৌছে চতুর্থাকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় উপস্থিত মহাশয় মহেশ্বর সুরিদাবাদে উপনিষত হইলেন। কিন্তু পরে নবাবের যাবদীয় প্রথায় পাত্র মিত্রগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গমন করিলেন সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নবাবের দ্বারে উপনীত হইয়া সমাহীন দিলেন। নবাব সাহেব থাইয়া আজ্ঞা করিলেন আসিয়া কহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নানাবিধ ভেটের দ্বারা দিয়া দুঃখান-মান রুহিলেন ভেটের সামগ্রী নবাব সাহেব দৃষ্টি করিয়া ভুই হইয়া। বসিয়া আজ্ঞা করিয়া। জিজ্ঞাসা করিলেন শাস্তিরিক ভাস আছে রাজা করিয়া লইলেন নিবেদন করিলেন সাহেবের প্রসাদ তার সকল মহল এবত শাস্তিরিক মহল এই রূপ অনেক পিছিয়ে গেল অতক্ষণ বসিয়া রাজা নিরুদ্দেন করিলেন যদি আজ্ঞা হুই তবে বালার যাই অনেক নিবেদন আছে পর্য্যন্ত গোচর করিব নবাব অনুমতি দিলেন।
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্র ।
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের চরিত্র

লাম এ সকল কার্য্য ভাল নয় এই কথার পর রাজা রাঙ্গব-লত এবং জগৎলেট ও মীর জাফরালি খাঁ কহিলেন ও রাজা রামনারায়ণ কহিলেন যদায় আপনি এ পরামর্শ-হইতে কান্টু-হইলেন কিন্তু দেশ রঙ্গা পায় না এবং সত্ত্বেও কৃপ কহিতে মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন আপনারা কি প্রকার করিবেন। তখন রাজা রামনারায়ণ কহিলেন পূর্বে এই কথার প্রস্তাব এক দিবস হইয়াছিল ভাষায় সকলে কহি-যাইছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অত্যন্ত মনো ভাংকারে আগ-মাইয়া জিজ্ঞাসা করা যাইতে তিনি যেমন পরামর্শ দিয়াছেন সেইমত কার্য করিব এই কথায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় উপস্থিত আছেন ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন যে পরামর্শ কহেন তাহাই বড় আপন করিয়া যে হয় পশ্চাত করিবেন। পূর্বে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি সকলই জাত হইয়াছেন এই প্রবণ কি কর্তব্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় হাসিয়া করিয়া নিবেদন করিলেন মহাশয়েরা সকলেই প্রধান আমাকে পরামর্শ দিয়া যে অনুমতি করিতে হয় বড় আশ্চর্য সে যে হইতে। আমার নিবেদন এই যে আমার দিগের দেশাধিকারী জন্ম ইহার পৌরন্তো আপনারা বাস্তু হইয়া প্রতিক্রিয়া পায় চিন্তা করিতেছেন। সম-ভিয়াহারি মীর জাফরালি খাঁ সাহেবের আত্মোক্ত জন্ম অত্যন্ত এবং আমার আশ্চর্য বোধ হইতেছে। এই কথার পর সকলে হাসিয়া করিয়া কহিলেন ইইনি জন্ম বহেন কিন্তু ইহার প্রকৃতি অতি উত্তম আপনি ইহার প্রতি সমর্থ করিবেন না। পশ্চাত কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিবেদন করিলেন এ দেশের উপর বুঝি ইহার নিগ্রহ হইয়াছে নতুনা একগুণ এত হয় না। প্রথম যিনি দেশাধিকারী ইহার পরামর্শ
চিহ্ন। সংপর্কের সাথে সেখানে শনন সুমধুর স্তুতি আছে তাহা বলক্রে গ্রহণ করেন এবং কিরিৎ অপরাধে কাৰ্য্য প্রাপ্ত নষ্ট করেন। কিতায় বুঝি আপনা। কোথায় তাহাতে মনোযোগ নাই। হৃদয়ের পায়তন আপনি যাহার উত্তম হর দেখে তাহাই চক্ষুর কাঠ করে তাহা। কেহ নিবারণ করেন না অপেক্ষ প্রকার এ দেশে উৎপাদ হইয়াছে অতএব দেশের কর্তা কর্ম ধারলে কাহারু ধর্ষ ধারিয়া না এখন খাদিও ধারিয়া না। অতএব ইশোরের বিত্তের না হইলে এত উৎপাদ হয় না। আমি একারণ অনেকের বিশিষ্ট লোককে কহিয়াছি আপনারা ইশোরের আরাধনা করুন হায় তাহাতে উৎপাদ বারণ হয় এবং জন অধিকারী না ধারে আমাকে ধর্ষ রক্ষা পায় এইরূপ ব্যবহার আমি সর্বদাই করিয়েছি। অতএব নিবেদন করি ইশোর সুরু করিয়াছে নই করিবেন না কিন্তু এক সুপরাম্ব আছে যদি সকলের মত হয় তবে আমি ভার চেষ্টা করিতে পারি। সকলে কিন্তু করিয়ানি কি পরামর্শ কর্ম রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন আপনারা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করুন।

দেশের অধিকারীর স্বর্গ প্রকারে উন্নত হন এবং অন্যা জাতীয় ও এতদানীয় না হন তবেই মঙ্গল হয়। অগত্যে প্রভূতি কহিলেন আমাকে তাহা রিক্রিয়া করিয়া কহ। রাজা কহিলেন বিলালবিদানী শাসিতে ইস্তব্রাজ কলিকাতায় কোঠা করিয়া। আছেন যদি তাহার। এদেশের রাজা হন তবে সকল মঙ্গল হইবে। ইহা তাহিরা সকলেই কহিলেন তাহারমানুষের কি গুণ আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাহারদিগের কি গুণ আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাহারদিগের এই সত্যাবাদী মিত্রপ্রভূতির পরিপ্রেক্ষা করেন না। অভিব্রুত যোজ্যা প্রাপ্তি যথেষ্ট দয়। এরূপ যে ২
অত্যন্ত ক্ষমতাপূর্ণ সুন্দর বুদ্ধিমান নায় ধনে মিলে কুবেরের তুলা পরম ধার্মিক অকুলের নায় পরাক্রম প্রজ্ঞাপালনে সাধারণ মূর্তিমাত্র এবং সকলই একাই শিখনর পালন দুটির দাম রাজার সকল গণই তাহারদিগের আছে অতঃ তাহারা দেশাধিকারী হইলে সকলের নিস্তার নতুন জবনে সকল নষ্ট করিবে। এই কথার পর জগৎসূত্র কহিলেন তাহার। উত্তম বেটন আমি জ্ঞাত আছি কিন্তু তাহার-দিগের বাক্যা আমরা বুঝিতে পারি না এবং আমারদিগের বাক্যা তাহারা বুঝিতে পারেন না। পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন এখন তাহারা কলিকাতায় কোথা করিয়া। রাণী করিতেছেন সেই কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট তত্ত্ব এ কালী পুজনার্থ আমি মধ্যে গিয়া ধার সেই কালে ঐ কোথার বড় সাহেবের সহিত সাঙ্গার করিয়া ধার্য ইহাতে তাহার চরিত্র আমি মনে করিয়া জ্ঞাত আছি।

এই কথার পর রাজা রামনারায়ণ কহিলেন আপনি কলি-কাতার বড় সাহেবের সহিত সাঙ্গার করেন কিন্তু তাহার বাক্যা আপনি কি প্রকারে রুখন এবং আপনাকার কথাই যা তিনি কি প্রকারে জ্ঞাত হন। এই কথার উত্তর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট লো-কের বসতি আছে তাহার। সকলেই ইঙ্গরেজীভাষা অভ্যস করিয়াছেন এবং সেই সকল বিশিষ্ট লোক সাহেবের চাকর তাহারাই বুঝাইয়া দেন। ইহা জনিয়া সকলই কহিলেন ইহাতে এভাবের কথা হইলে সকল রক্ষা পায় অতঃ এর আপনি কলিকাতার গমন করিয়া। যে সকল কথা উপ-স্থি হইল ইহা কোথার বড় সাহেবকে জ্ঞাত করাইবেন।

তিনি যেমন কহেন বিশ্লেষিত আমারদিগকে কহিলেন এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করিবেন যে তাহারা দেশাধিকারী...
হইলে আমারদিগকে এ রাজ্যের প্রতুল করিবেন এবং এখন যে কার্য আমারদিগের আছে তাহাই রাখিবেন।

এই কথার পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাহারা দেশাধিকারী হইলেন রাজ্যের প্রতুল রাখিলে রাজ্য প্রতুল হয় এ কথা আমাদের কহিতে অবশ্যক নাই তবে যে কথা কহিলেন আপনাদিগের যে কার্য আছে তাহাই বজায় রাখিবেন তাহার কোন সম্ভেত মহাশয়েরা করিবেন না। তাহাদের রাজা হইলে সকল লোক মুখী হইবে কিন্তু আপনারা আমারে স্বীর করিয়া অনুমতি করুন। পরে সকলেই কহিলেন এই স্বীর হইল আপনি গমন করুন ইহা বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিয়া। সকলে য়ুং স্বামে গমন করিলেন।

পর দিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাব সাহেবের নিকট আস্ত রাজ্যের অপ্রতুল নিবেদন করিয়া। রাজধানী ইতে বিদায় হইল। দুরবহা প্রস্থান করিলেন। পরে শিবনিধি ভেদ রাজা দুই চাক্ক্ষুষ। রাজা ধাবনী পাত্র মিলিত হয় এ অঞ্জ করিলেন আমি একবার কালীঘাটে যাত্রা করিব ঠোমারা পুনঃপুনঃ হও। সকলে যে আস্ত। বলিয়া রাজসত্তাহইতে স্বা বানান আসিয়া রাজার যাত্রার আরোমন করিতে প্রবর্ত হইলেন। কিন্তু গৌরণে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পাত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীঘাটে উপনীত হইল কিন্তু কলসে পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কোলির বড় সাহেবের নিকট দীর্ঘ পাত্রকে ইহা কহিয়া প্রেরণ করিলেন যুমি সাহেবেকে নিবেদন কর কল্যা আমি সাঙ্কাৎ করিতে যাইব। তাহাতে রাজার পাত্র আমান পূর্বক সাহেবের সহিত সাঙ্কাৎ করিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কালীঘাটে আসিয়াছেন এই কথা বাণন। সাহেবের সহিত সাঙ্কাৎ করুন। সাহেব
আজ্জা করিলেন আগিতে কহিবেন। সাহেবের আজ্জাতে পাত্রকে সমভিব্যাহার করিয়া পরিদিবসে সাহেবের নিকট গত হইলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সাহেবের নামিত সাঙ্কোচ করিবারামাত্র সাহেব যথেষ্ট মর্যাদা করিয়া। উপরেশনার্থ সিংহাসন প্রদান করিলেন রাজা ও সাহেব উভয় সিংহাসনের পার্বত্তি হইয়া অনেক কথা প্রদ্রং হাস্য পরিহাসদ্বাদি করণপূর্বক রাজা অনেক শিক্ষাচার করিলেন। সাহেবের প্রধান চাকর উভয়ের বাকাই উভয়কে বুঝাইয়া দিলেন। অনেক কথার পর রাজা কহিলেন কিছু বিশেষ নির্দেশ নাছে। সাহেব কহিলেন কি নির্দেশ কথন। রাজা মূর্শিদাবাদের তাবদুকানে আপন করিয়া। কহিলেন যে এ রাজা আপনকারা রাজ্জা না করিলে যাবদৈহ লোক অভাবে রক্ষা পায় এবং জনদের অধিকার থাকিলে দেশ নষ্ট হয় এই কারণ নবাবের প্রধান পাত্র সিংহাসন আপনকার নিকটে আমাকে পেয়েন করিয়াছেন। সাহেব সকল বৃত্তান্ত প্রবণ করিয়া। আশাস দিয়া কহিলেন এই সমাধি আমি বিলাতে শিখি তথ্যের আজ্জা প্রাপ্তে পণ্ডিৎ যুদ্ধ করিয়া। এবং পুনর্গত করিয়া তাবৎ প্রজাকে পরম সুখে রাখিব। আপনি এই সমাচার নবাবের আমাতোরদিগকে লিখিতে সাহেব যথেষ্ট আশাস বাক্সে সম্মিলিত করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিতে এই স্থল বৃত্তান্ত বিলাতে লিখিলেন। রাজা শিবনিবাসের বাউনি উপনিত্তি হইয়া নবাব সাহেবের প্রধান পাত্রকে বিশ্বাস্তপূর্বকে তাবৎ আপন করিলেন। সকলেৰ প্রবণ করিয়া হইলেন।

দৈবঘটনাক্রমে নবাবের বিপদ উপস্থিত হইল। দুঃখ্যাত এই।

ইল্লারাজের বাণিজ্যের কোষী অনেক প্রামাণ্য ছিল যে কি-
সেদে যে রাজকর নিয়ম ছিল সেই মত নবাব সাহেব পাই-তেন। নবাব স্রোতেরদৌলা অন্তঃকরণে করিলেন ইংরাজের বাপার বাণিজ্যের অধিকার করিতে লাগিলেন। অতএব আমি এখন অধিক রাজকর লইব ইহাই বিবেচনা করিয়া প্রধান পাত্রগণের আজ্ঞা করিলেন সর্বস্ত সম্পূর্ণ লিখ যেখানেঃ ইংরাজের বাণিজ্যের কোথা আছে সেই স্থানে আমার যে চাকরের রাজকরের নিমিত্ত আছে তাহ। রুদ্রিগের উপর এই লিখ যে সকল নিয়ম আছে তাহার অপেক্ষা রাজকর অধিক লয়। ইহা শ্রীনর্মশার পাত্র করিলেন ইংরাজ সাহেবের। বিদেশী মহাজন এ দেশ অনেক কালবিধি বালপার বাণিজ্য করেন নিয়মপ্রাপ্ত রাজকর বরাবর দেন কখন অধিক নেন সাধারণ অধিক লইবেন এক্ষণে বিপরীত যুদ্ধের নতুন মহাশয় কর্তৃ যেমন আজ্ঞা হইয়া। এই কথায় যাবদীয় প্রধান পাত্র মিস্রগণ সকলেই করিলেন মহারাজ সাহেব। যে করিলেন এই উত্তম। আদেশপাশ্চাত যে হইয়া আসিতেছে এখন তাহার বাণিজ্যের করা বলা নহে। পাত্র মিস্ত্রিগণের বাক্য স্বাভাবিক করিয়া নবাব উদ্যোগী হইয়া করিলেন তোমরা আমার চাকর আমি যেমন কহিব সেই মত কাব্য করিব। তোমাদিগের বিবেচনায় কি করে পুনরায় যদি এ বিষয়ে কেহ বাক্য কহ তবে তাহার যথেষ্ট শাস্তি করিব সকলে নিশ্চয় হইলেন। পরে আজ্ঞা প্রমাণে যেখানেঃ কোথা ছিল সেই স্থানে চাকরের পৃষ্ঠ লিখিলের অদ্যাবধি ইংরাজ সাহেব লোকের। যে বাণিজ্য করিতেছেন তাহার দিগের করেন যে নিয়ম ছিল তাহার অপেক্ষা অধিক লইব। এই সমাচার পাইয়া নবাবের চাকর লোকের। কোঠির চাকরদিগের স্থানে অধিক রাজকর লইতে উদ্যোগ হইল কোঠির চাকর সমন্ত কলিকাতার
কোথায় বড় সাহেবকে বিস্তারিত সমাচার লিখিলেন সাহেব।

ঐ সকল পত্র পাইল। সমাদ জাত হইলেন।

এই সময়ে নবাব সাহেব রাজা রাজবন্দোর উপর কোন
কার্যের কারণ উক্ত হইলেন কিন্তু বাহ্যে প্রুক্ষ করেন
নাই। রাজা রাজবন্দ আপন পুন্থ কৃষ্ণদাসের সহিত
গোপনে বিবেচনা। করিলেন যে নবাব সাহেব আমারদি-
গুর উপর উচ্ছ। করিয়াছেন অতএব যদি আমরা এখানে
থাকি তবে জানি প্রাণ ও ঘন সকল যাত্রায় অতএব এই
সময় সমর্পিত পলায়ন করি। রাজা কৃষ্ণদাস কহিলেন
নবাবের সাঙ্গা থাকিলে এ সকল মারিয়ে কিন্তু পলায়ন
করিয়া। কোথায় যাইব সকল দেশ নবাবের। রাজা রাজব-
বন্দ কহিলেন চল কলিকাতায় যাই সে স্থান নবাবের অধি-
কার নহে। ইস্কারা সাহেবের দিগের অধিকার এবং
ঠানাদিগের ও রাজা কৃষ্ণচন্দ রায় বিস্তারিয়া কহিয়া-
ছেন তাহাতে আমি জান আছি ঠানার শরণাগত জনকে
ভ্যাগ করেন না। অতএব কলিকাতায় গমন করা পরামর্শ
নহয়। সকল নষ্ট হইবে এই বিশ্ব করিয়া। সমর্পিত পলায়
ন করিয়া। রাজা রাজবন্দ কলিকাতায় আগিয়। কোথায়
বড় সাহেবের শরণ লইয়। বিস্তারিয়া নিবেদন করিলেন।
কোথায় সাহেব আশ্রয় করিয়া বলিলেন তোমাদিগের
কোন চিন্তা নাই কলিকাতায় থাক ইহ। বলিয়া আপনার
প্রধান চাককে কহিলেন রাজা। রাজবন্দ ও কৃষ্ণদাস দুই
জনে নবাবের পক্ষায় পলায়ন করিয়া। আমার শরণ লইয়াছে
তুমি সত্যই আশ্রয় দিয়া। উত্তম এক স্থানে রাখ। সাহেবের
আজ্জা মতে প্রধান ২ চাক উত্তম স্থানে ঠানার দিগেরো রা-
খিলেন।

কিছু কাল গোপে নবাব রাজেরদৌলা প্রবন করিলেন যে
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়নাথ চৌধুরী।

রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস সুলভ্য ছিলেন শুনিয়া অতি কোনো কোনো হয়। মহারাজ মহেন্দ্রকে আজ্ঞা করিলেন। কলিকাতার কোঠীর বড় সাহেবকে পত্র লিখ যে আমার চাকর রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস এখানহইতে পলায়ন করিয়া আপনাকার নিকট আছে তাহারদিগের দুই জনকে বন্ধন করিয়া আমার নিকটে শুধু পাঠাইবে। মহারাজ মহেন্দ্র নবাব সাহেবের আজ্ঞা শুনিয়া নিশ্চয়ে রহিলেন ক্ষণেকের পর নিবেদন করিলেন যে আজ্ঞা তাহাই লিখিতেছে কিন্তু এক নিবেদন আছে নবাব কহিলেন কি কলিকাতার কোঠীর যে বড় সাহেব আছেন তাহারদিগের জাতির এক নিয়ম আছে যদি কেহ শরণাগত হয় তাহার জন্য আপনার প্রাণ দিলেও যদি সে রক্ষা পায় তাহাও করেন এ কেবল তাহারদিগের নিয়ম নহে সকলের শাস্ত্রে এই মত শরণাগত তাগ করিলে অধ্যাত্মিক বিশেষ তাহারদিগের পণ প্রাণ থাকিতে শরণাগত তাগ করেন না। অতএব নিবেদন করি কিন্তু কালের জন্য রাজবল্লভ কলিকাতায় ধাকুন পশ্চাৎ কৌশলক্রমে আমি তাহাকে আনিতেছি হাঁকা এমত লিখন যদি আপনি লিখিয়া আর কোঠীর বড় সাহেব রাজবল্লভকে তাগ না করেন তবে বিবাদ উপস্থিত হইবেক। তাহাতে যেকোন কার্য করিতে আজ্ঞা করেন নেই মত কার্য করি। নবাব শিক্ষ। অধিক ক্ষোধ করিয়া কহিলেন এখনি কোঠীর বড় সাহেবকে লিখ। পরে মহারাজ মহেন্দ্র মূলত লোককে পত্র লিখিতে আজ্ঞা করিয়া দিলেন পত্রের বিবরণ এই।

আমি মন্ত্র মন্ত্র লিখিয়া কহিলেন আমার চাকর রাজা রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণদাস এখানহইতে পলায়ন করিয়া আপনাকার নিকটে রহিয়াছে। অতএব ভাইনা
দুই জনকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইবেন ইহাতে কদাচ অন্যমত করিবেন না এইমত পত্র লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। কোথায় বড় সাহেব লিপি পাইয়া আপনি প্রধানের পাত্র মিত্রগণকে আহ্বান করিয়া। পত্র দেখাইলেন চাকরের। পত্র জান হইয়া। সাহেবকে পত্রের অর্থ জান করাইলেন পত্রের অর্থ ত্যাগ সাহেব হাস্য করিয়া আমন্ত্রণ করিয়া আজ্ঞা করিলেন পত্রের উত্তর লিখ। মদ্রাস সাহেবকে কলিকাতার কোথায় বড় সাহেব যে উত্তর লিখিলেন তাহার বিবরণ এই।

আক্ষরমণ্ডল সমাচার লিখিয়া লিখিলেন ভাই সাহেবের এক পত্র পাইয়া পরম ছট্ট হইয়া সমাচার জান হইলাম। আপনকার চাকর রাজা রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণদাস দুই জন পালন করিয়া। আমার শরণাপন্ন হইয়াছে তাহার কারণ এই ভাই সাহেবের সঙ্গে আমার সথেই প্রণয় আছে আমার নিকট ধাকিলে ইহারা ভয়হীনে মুক্ত হইবেক। প্রতি আপনকার ক্রোধ যেমন মেঘের উপর দিম্বের পরাক্রম অন্তঃ আপনি এ দেশাধিকারীকে উর্মচিত হয়। ইহাতে যদ্যপি অল্প অপরাধে চাকরেরদিগের উপর নিঃসৃত করলে তবে কর্তার মহিমার তুষ্টি হয় আর লিখিয়াছেন দুই জনকে বন্ধন করিয়া। শীঘ্র পাঠাইতে এ বড় আশ্চর্যা রায়া। শরণাগত জনকে ভাগ করিতে সর্ব শাস্ত্র নিষেধ এবং আমারদিগের শাস্ত্র ও ব্যবহারে যথেষ্ট মন্দ অতঃ কিঞ্চিৎকলের জন্য আপনি বাস্ত হইবেন না আমি কৌশলমন্ত্রে রাজবল্লভকে নিকট পাঠাইব। আর আমারদিগের বাণিজ্য এ দেশে অনেক কালাবধি আছে তাহাতে রাজকরের যে নিয়ম আছে তাহা দি।
ভেছি হল্টা আপনকার চাকরের। অধিক লইতে চাই এ বিষয় আপনি আমালোকেরদিগকে বারণ করিয়া দিবেন অধিক না চাই।

নবাব সাহেবের কোঠার সাহেবের পত্রের উত্তর জাত হইয়া। পাত্র মিলনকে আজ্ঞা করিলেন কলিকাতার কো:ঠার সাহেবের যে উত্তর লিখিয়াছেন তাহার পৌরুষ প্রভৃত বিশ্বাস পাত্র আজ্ঞমেত পত্র লিখিলেন তাহার বিবরণ এই।

আহমদুল লিখিয়া। লিখিলেন ভাইকূর প্রভৃত পত্র পাইয়া সমাদৃত হইলাম লিখিয়াছেন রাজকিশোর ও কৃষ্ণ:দাস দুই জন পলায়ন করিয়া আপনকার শরণাগত হইয়াঃ অতএব শরণাগত বাঙ্গালে ভাগবরণে যথেষ্ট অধর্ষ সে প্রমাণ বেটে কিঞ্চি রাজযুক্ত। পরিভাষা করিয়া অধর্ষ আছে আর আপনি বিদেশী তাহাতে মহাত্মা দেশাধিকার:র নিহত বিবাহ হয় এমন কাষ্ঠ কর। উচিত নয়। অত:এব আমি এ দেশের অধিকারী আমার বাকে বলায়ি নি:য়ম ভঙ্গ হয় তাহাও পণ্ডিতের কর্তব্য আপনকার নিহত যথেষ্ট পুরুষ আছে সাহায্যে পুরুষ অর্জন না হয় এমন করিয়ে।

আর লিখিয়াছেন আপনকার কোঠি বেশানার নেইঃ শান্তে আমার লোক অধিক রাজকু লইতে উদ্যত হইয়াছে তাহার কারণ এই পূর্বে লখু আপনবারা এ দেশে কোঠ করিলেন তখন অল্প সামগ্রী বাণিজ্য করিবেন এখন অতিশয় দু:খু ফ্রান্সিস করিতেছেন। অতএব এই হতে কিভাবে পুরুষের শত রাজকু থাকে এখন লওখার:রেফিগিয়ে এই ধর্ষ মধ্য অধিক বাণিজ্য হয় তবে যে দেশাধিকারী থাকে তাহাতেও কিভাবে অধিক দেয় লে যে হইক। এখন রাজবর্ধন ও কৃষ্ণদাসকে শীতু এখানে পাঠ: ইনিউ এখন যেখানে আপনকার কোঠি আছে নেইঃ কো-
ঠিকে সমাচার লিখিতেন অধিক রাজকুমার দেয় বরং এখন যে হারে রাজকুমার দিয়ে এইমত চিন্তা করিবে এইরূপ পত্র লিখিতেন। কলিকাতায় পাঠাইলেন দূত আসিয়া। কোথায় বড় নাহেবকে পত্র দিলেন কোথার বড় নাহেব পত্র জান হইল। পুনরায় উত্তর লিখিতেন তাহার বিবরণ এই।

আপন মঙ্গল ও শিক্ষার পর লিখিতেন নবাব ভাই-জীউ নাহেবের পত্র পাইল। নকল নিম্নাণ্ড জান হইলাম রাজ। রাজবংশ ও কৃষ্ণদাসের কারণ পুনঃ লিখিতেছেন আর লিখিয়াছেন যে দেশাধিকারীর বাক্যে নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে এবং রাজারা লভ্যে পাপ আছে সেও প্রমাণ বটে। কিন্তু আপনি শাস্ত্রীয় এই হয় যে শরণাগত জনের কারণ প্রাণ দিয়ে তথ্যপূর্ণ তাহাকে ভাগ করিবে না। অন্য দেশাধিকারী প্রাণ দিয়ে তাহাকে ভাগ করিবে না। তুলাগুলো হইলাই প্রাণের শঙ্খ। কিন্তু শরণাগতের কারণ দে শঙ্খ। করিতে না তাহার প্রমাণ অনেক। শাস্ত্রীয় আছে। সমান জনের সহিত শরণাগতের কারণ বিবাদ হইলে প্রাণ যাওনের কারণ কি অন্যের যে-ধারণ প্রাণপণ দেখানে শরণাগতের জন্য যদি দেশাধিকারীর সহিত বিবাদ হয় তাহাও স্বীকার করিবে তাহাতে যদি প্রাণ যাও তথ্যপূর্ণ ধর্ম এবং যে নিয়ম আছে তাহাও ও রক্ষা হইতে। অতএব আপনকার নিকট উত্তম পাপের আছেন তাহার দিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন। যদি তাহার-রক্ষা নিকটে ব্যবহারে শরণাগতে ভাগ করা যায় তবে আমি তাহাকে করিব। আর এ রাজা পূর্বে হিন্দু লোকেরদিগের ছিল আপনকার নিকটে অনেক হিন্দু চাকর আছে তাহারা অবশ্য আপনে শাসন করাকে আছে। দেখুন অন্তিপূর্বে দণ্ড নামে এক রাজা ছিলেন সর্বজন মূর্ত করিতেন এক
দিবস দণ্ডী রাজা প্রজাতন্ত্র গমন করিলেন এক বনের মধ্যে গমন করিলেন। মৃগাজাতি করিতেছেন ইতিমধ্যে অত্যন্ত চক্ষুকালি।
'এবং অন্ধকার দুর্বল্য এক অধিনী দেখিয়া রাজা অভিযুগ কষ্ট হইয়া সকল লৈনাকে কহিলেন এই অধিনীকে ধুরী। রাজাজাতি পাইলা সকল নৈনা অধিনীকে ধরিতেন। দণ্ডী রাজা অধিনীকে লইয়া আস্থা রাজা গমন করিলেন।
অধিনী দিবসে ঘোটকী রাজকে এক অপূর্বা সুদর্শন করায় হইয়া ইহাতে দণ্ডী রাজার পর আন্ধরা বোধ হইল।
এই রূপে কিছুকাল যায় এক দিবস রজনীতে সেই কন্যাকে দণ্ডী রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে আমাকে সত্ত্ব কহ। তখন সেই কন্যা কহিলেন আমি যুগের নর্তকী লিলাম এক দিবস ইহের নিকটে নৃত্য করিয়া অজ্ঞামনস্ত।
ইটিলাম ইহাতেই তাল তাল হইল তাল তালহবনে ইটটা উদ্ধার করিল।
কহিলেন যেমন তুমি মৃত্যুর কিরণ অজ্ঞায় অধিনী হইয়া সর্বদা নম্নদো শিষ্য নৃত্য কর। পরে আমি ইট্টাকে বহুবিধ যব করিয়া তাহাতে ইটটা কিস্তি ঘূর্ণ হইয়।
কহিলেন তুমি রজনীতে কন্যা হইব।। এতে দণ্ডী রাজা তাহাকে ধরিতে থাকি তাহার মুখ ইহার অমার নিকটে আরম্ভি।।
ইটা হইল। দণ্ডী রাজা যদি পুরুষকে অধিনীকে রাখেন এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ আপন আজার প্রবণ করিলেন যে দণ্ডী রাজা এক অপূর্বা অধিনী পাইলাছেন। সেই অধিনী তাহাকে দণ্ডী রাজা না অধিনী কন্যার দিলেন মা।
পরে শ্রীকৃষ্ণ হই নৈনা লইয়া মৃত্যু করিতে উদ্দার হইলেন।
দণ্ডী রাজা প্রবণ করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ আজার সেই মৃত্যু করিতে আরম্ভিতেন। তাহাতে পাইলা অনেক স্নস্নে গমন করিলেন।
পরে পাওন পুট্টা মুখিতির তীম অবোধন নৃস্মিন সহস্রের ইটটাবিধের মধ্যে তীজের পরাপর হইলেন তীম।
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র।

অস্থায় করিলেন হে দণ্ডের অখিনীর সহিত আমার নি-কারু ধারা বোধ কোন চিন্তা নাই দণ্ডী রাজ যখন আমার পাই। তীমের নিকটে রহিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ স্নান করিলেন যে দণ্ডী রাজ। অখিনী সহিত তীমের শরণাপন্ন হইয়াছে পদ্মাতিক শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ় পাঠাইলেন যে দণ্ডী রাজ। অখিনীর সহিত সেখানে আছে অতএব তাহার এবং অখিনীকে শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইলেন। এই সময় পাই। তীম পড় ভাবিত হইলেন তীমের দিগের বল বুদ্ধি বিক্রম যে কিছু সকলি শ্রীকৃষ্ণ। অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেন যে শরণার্থ জনকে রক্ষা। বল না কঠিন যে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধের প্রাণ রক্ষ। হইবে না তবে কি করি অনেক মত চিন্তা করিয়া শ্রীর করিলেন বরং যুদ্ধেতে প্রাণ যত্নের এবং উন্নত তথ্যপন্থা শরণার্থ জনকে দেওয়া মত নহে ইহাই শ্রীর করিয়া শ্রীরের মূলকে বিদ্যায় করিলেন। দণ্ডী রাজ। ও অখিনীকে দিলেন না শ্রীকৃষ্ণ এই সময় পাই। মহাকোর্ডে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন পদ্মাতিক তীম আশ্চর্যের দিগের সময় দিলেন তখন যুদ্ধরোপিত অর্থ। মহাকোর্ডে শীঘ্র হইয়া রণ করিতে প্রবৃত্ত। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন তোমরা আমার আশ্রিত দণ্ডী রাজার কারণ আমার সঙ্গে রণ করিতে আলিয়াছ। তীর্থার্থ কহিলেন আপনি যাহ। কহিলেন সে প্রমাণ যারি কিছু শরণার্থ জনের কারণ আমরা প্রাণ দিয়ে স্বীকার করিরাছি। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন আমি তোমাদিগের সাহস এবং ধর্ম্মাণ দেখিয়া কারণ একুপ করিয়াছিলেন এই রূপে কথোপকথন অনেক হইল। পদ্মাতিক অখিনীর সাহসে আগমন। কৃষ্ণ স্নান করিয়া ইদে অহিলা মৃত্যু হইয়া আশ্চর্য হইতে গমন করিলেন।
অতএব আমি মিসুলোকের স্বামী এমন কথা প্রকাশ করি-
়াছি এবং হিন্দুর শাস্ত্রেও অনেক স্থানে প্রমাণ আছে যে
শরণাগতকে ব্যাখ্যা করিবে না আমারদের শাস্ত্রেও
শরণাগতকে ব্যাখ্যা করিতে যেহেতু নিশ্চেষ্ট আছে তাহাপি
বারং লিখিতেছেন আপনি এদেশের কর্তা আপনার রিত
কেতে সকল জাতীয় মনুষ্য আছে বরং সকলকে মিলিফার
করিবেন। বিষয়েই আমাদের পাণ্ডুলিপি শরণাগত
ব্যাখ্যা করিতে ব্যাখ্যা করিতে না অতএব রাজ্যবর্ত ও কৃষ
দাসগণে পাল্লা নৌজনকর্ম আপনার নিকট পাঠাইব।
এইজন্যে আপনি কিরূপকালের অনে ধরা থাকিবেন।
আর যে লিখিতেছেন আমাদের শাস্ত্রের বাণিজ্য অধিক হই
তেছে অতএব রাজকো অধিক লাগিবেক কিন্তু আমারদি
গের বাণিজ্য এ দেশে অনেককালাধিক আছে তাহাতে
হস্তিনাপুরের সমাজের রাজ। এই নিয়ম করিয়া। স্বামী
এবং কতে সূরা গিয়াছে কখন অধিক দেই নাই এখানে
অধিক দিয়া আপনি বিবেচনা বিবেচনা করিয়া। যে সং
পরামাণ্ড হয় তাহাই করিবেন।

eই মত লিখিয়া লিখিয়া নবাব সাহেবের নিকট পাঠাই
লেন।

নবাব সাহেব কলিকাতার কোথার বড় সাহেবের পত্র
যাত্র হইয়া। অতঃপর কোঙ্কশিত হইয়া। পাঠ করিয়া। একজনে কলিকাতার কোথার সাহেবের মূর্তি আমার যাকা
গণনা না। অতএব আর এক পত্র লিখিয়া রাখা পাল
ন করিয়া তখন তাহ নাই নয় আমি কলিকাতা যাই করিয়া।
তাহার দিগকে এ দেশে ধারণচ দিব না। পাঠ বিবেচনা
করিয়া আপনি দেশাধিকার কিন্তু শাস্ত্রবিদ বিচার করি
লে তাহ হয় তাহাহে নবাব করিলেন আমার আজ্ঞা।
ললুন করিলে আমি শান্ত বিচার করি না তুমি শীঘ্র পত্রের উত্তর লিখিয়া আন। মহারাজ মহেন্দ্র নীলব হইয়া পত্র লেখাইলেন তাহার বিবরণ এই।

আমাদের চারের পত্র লিখিলেন ভাই সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জাত হইলাম আপনি অনেক পত্রমুদ্ধ লিখিয়াছেন এবং পূর্বে মেমনও হইয়াছে তাহইও লিখিয়াছেন এ সকলি প্রমাণ রে কিঞ্চিৎ সর্বজ্ঞাতরাজ্ঞি-রাজদের এই পত্র রে শরাণাগত তাগ করেন না তাহার কারণ এই রাজা যদি শরাণাগত তাগ করেন তবে রাজ্যের বাহাল হয় না এবং পরাক্রমেও কৃপী হই হয় আপনি রাজা।

নচেন কেবল হ্যাপার বাধিত্য করিতেন ইহাতে রাজাকে নায় ব্যবহার করেন। অতএব যদি রাজা রাজবলত্ত ও কৃষ্ণ-মধুসূদন এখানে শীঘ্র পাঠান তবে তাহাই নতুন। আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করি আপনি যুদ্ধসজ্জা করিতেন কিন্তু যদি যুদ্ধ না করেন তবে পূর্বের নিয়মভাদ্র রাজকর আছে এই কথায় তাহাই দিবেন আমি আপন চাকরেরদেরকে আজ করিব। দিলাম এবং শীঘ্র কেঃমনারির নামে যে কমিয় বিবরণ হইবেক তাহাতে নিয়ম থাকিবে কিন্তু আর যত সাহেব লোকের বাধিত্য করিতেছেন তাহারদের অংশে অধিক রাজকর লইব অতএব আপনি বিবচেত সৎ পরামর্শ করিয়া। পত্রের উত্তর লিখিয়া। এইরূপ পত্র লিখিত। কলিকাতার বড় মাহেরের নিকট পাঠাইলেন।

কোথায় বড় মাহের পত্র জাদু হইয়া। আপনার চাকর লোকের রুবি করিলেন আমি বিশ্বাস করি ও কৃষ্ণদাসের কথায় দিব না অতএব বুঝি নন্দের সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হইল কিন্তু নন্দের বিষয় দেশান্তিকারী তুমার সেনা অধিক আমি মহাজনীয় ব্যবসায় করি নেন।
নাই তাহাতে চার। কি ভোমরা। এ নগরে বাস করিয়া। রহি-য়াছ অতএব আমার পরিবার অন্য দেশে পৌরুষ কর আর কিছু সৈন্য যদি সংগ্রহ করিতে পার তাহার রূপ চেষ্টা কর এবং নবাবের পত্রের উত্তর লিখ।

এই মত পত্রের উত্তর প্রস্তাব অনেকে গুলি নবাব স্রোতের দৌল। কদাচির কাছে বাক্য প্রবণ করিয়া না মহাকোঠাময় হইয়া যাবদীয় সৈন্য নফ করিয়া যুদ্ধের কারণ কলিকাতায় প্রস্তাব করিলেন।

কলিকাতার কোঠার বড় নায়ের ক্ষিপ্ত যে নবাব স্রো-তের দৌল। সৈন্য যুদ্ধ করিতে আমরা যে প্রবণ করিয়া আমাদের যাবদীয় চাকর লোককে আহার করিয়া। কহিলেন সোনার দিকের পুরোই সকল সম্প্রতি নবাব সৈন্য রুদ করিতে আমরা যে সৈন্য সৈন্য আমাদের ধারায় যুদ্ধের আরোগণ করিতে লাগিলেন। পুরুষ কোঠার গড়ের উপর ধরে কায়ন রাখিয়া রুদ সম্প্রতি করিয়া। সকলে সাবধান ধারায় লোক। তাহার যে জাহাজের যুদ্ধের হইয়া চিহ্ন করিতে পূর্বক এবং সাহেবের আজ্ঞানুসারে কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যদি আমার পরিবার লোককে অন্য স্থানে গোপন রাখিয়া। আমাদের সকলে সৈন্যের সঙ্গ ধারায়। যুদ্ধের আরোগণ করিতে লাগিলেন। পুরুষ কোঠার গড়ের উপর ধরে কায়ন রাখিয়া রুদ সম্প্রতি করিয়া। সকলে সাবধান ধারায় লোক।

কিছু গোপন নবাব স্রোতের দৌল। পশ্চাৎ সৈন্য নাইয়া।
কলিকাটায় উপস্থিত হইলেন বৃহদাঃ পুলের নিকট উপস্থিত হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নবাবের বহু সেনাচিন্তা ছিল তখন পুলের সেনাগণকে বরং হইতে পারিতে না এবং নবাবের অনেক সেনা নষ্ট হইল। কলিকাটারিবাসী লোক সকল তর্কিতেই প্রায় আছেন। রাজা রাজবন্ধ ও কৃষ্ণদাস নৌকায়োজনে বঙ্গ দেশে গমন করিয়া অতিঘোপনে রহিলেন। পরে বাগবাজারে অনেক যুদ্ধ করিয়া কোঠীর বড় সাহেবের সেনা কাতর হইল। পরে নবাবের সেনা নগরে প্রবেশ করিয়া নগরনিবাসীদিগের হন এবং মুরা যে যাহ। পারে সেতাহার লইতে লাগিল পশ্চাৎ নবাবের প্রধান। নৈসার্জিক পূর্বে কোঠীর নিকট উপনীত হইলেই কোঠীর সাহেবের রণ করিতে আরম্ভ করিলেন নবাবের সেনাও রণ করিতে লাগিল। কিন্তু কাহার পক্ষে হয় না এক পদ অগ্রগামী হন সাহেবের যুদ্ধ ও সাহস দেখিয়া সকলেই যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে এমন যোদ্ধা কন্নথে দেখে নাই শিলারুটির নায় গোলা ওলি পারিতেন। এই রূপ সন্ধ্যণ যুদ্ধ হইল নবাবের বিন্দুর সেনা প্রাণ ভাগ করিলেক। কোঠীর সাহেবের সেনা অন্য কি করিবেন গড়ে ভিতরে না পারিল। জাহাজের উপর আরোহণ করিলেন। পশ্চাৎ নবাব সাহেবের সেনা গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। কোঠীর বড় সাহেব জাহাজের উপর ধাক্কার। অনেক প্রকার যুদ্ধ করিলেন বিন্দুর সেনার অন্য লোক সেনাকে কি করিতে পারে। অনেক যুদ্ধের পর জাহাজ ভাবাৰী সাহেব বিলাতে গমন করিলেন। তখন ভুল লোক সকলেই হিমার ছইয়া। কাহিনী দাখিলেন যে এ দেশের আর মুক্ত হয় না কেবল বিশেষ সজ্জাগর লোক আর অলিচে বা কোথারও উপস্থিত হইল অতএব
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রায়ন্যা চরিত্রা। ৫৫

যদি কখন ইঙ্গরাজেরা এ দেশে আইসেন আমার ইথার যদি অবনাধিকারী নষ্ট করেন তবেই এ রাজের মমত হবে নতু-বা। এ দেশের লোকের ধর্ষেত্র দুর্গতি হইবেক এইরূপ পরে। কর্ম করিতে লাগিলেন এবং শ্রী লোক সকলেই হাহাকার করিয়া। রোদন করিতে লাগিল। আর সকলদেই মনে নবাবের মন্দ করিতে লাগিল কোন ব্যক্তি কহে তাই হে ইঙ্গরাজের তৃপ্ত সত্যবাদী নাই এবং দয়া। যেহেতু যে লোক অন্য মানে যে বেন্ড পাইত সেই লোক সাহেবের চাকর হইলে তার শিক্ষা বেতন মিলিত এইরূপ সকলে সাহেবের পূর্ণাঙ্গ করিতে প্রবর্তী।

পরে নবাব করিয়া দিল। সময়ে জয়ী হইয়া যাবায়ী লোককে আজ্ঞা করিলেন কোন সাহেবের চাকর লোকের বাটি হর হত আছে সকলে। কাজী। আজ্ঞাতে সকল বন্ধুর কলিকাতার যাবায়ী অচ্ছাই ভালিতে প্রবর্ত হইল নগরমধ্যে উক্তম সুন রাখিলে না। এইরূপে নগর তথা করিয়া। সর্বজ সৈন্য রাখিয়া নবাব মূর্তিরাহে গামন করিলেন। পাত্র মিত্রগণ সকলে অন্যায় দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন পশ্চাৎ কহ কিছু কহিতে পারেন না এইরূপ এক বৎসর গত হইল।

পরে ইঙ্গরাজ সাহেবের লোক সৈন্যগণ পাঁচ কাছাকাছি পরিপূর্ণ করিয়া। কলিকাতার রিকট্ট আপিয়া। দূর দাম সহায় হইলেন যে নবাব কিছু সৈন্য রাখিয়া আর্পান রাজমায়ানীতে গামন করিয়াছেন। পরে যে সকল সৈন্য কলিকাতার ছিল তাহার দিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে সবই তারা নিপাত করিয়া। কলিকাতার কোটীর মধ্যে প্রবেশপূর্বক আয়-পতাকা উঠাইয়া দিলেন।

পশ্চাৎ সকলে পরমর্পর করিয়া অত্যন্ত হুঁইল।
এখন পূর্বে যে সকল লোক চাকর ছিল তাহারা শ্রবণ করিয়া আনন্দলাগরে মর্মে হইয়া আপনাক পরিবার লইয়া নগরে প্রবেশ করিল। পরে সাহেবের বিদেশে নিয়ে নানা বাণিজ্য আমের সমাচার জানি করাইলেন। সাহেব হাসা করিয়া অনেক প্রকার আঘাত দিয়া পূর্বে যে লোক যে যে কর্মে নিয়ুক্ত ছিল সেই লোক সেই কর্মেতে নিযুক্ত করিলেন। নগরবাসী লোকেরদিগের আশ্চয়নের সীমা নাই পরে সাহেব প্রধান চাকরকে আজ্ঞা করিলেন যে পূর্বে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজ আমার নিজে আনিয়াছিলেন জীবাণু আমি তাহাকে কহিয়াছিলাম যে বিলায়ের আজ্ঞা না পাইয়া নবাবের সহিত বিবাদ করিয়ে পারি না এখন বিলায়ের কর্তব্য আজ্ঞা পাইয়া আনিয়াছি নবাবের সহিত যুদ্ধ করিব স্থির। আমার সাহায্য করিবেন কি না এই সম্মান রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজাকে কহিলে তিনি কি উত্তর করেন তাহা যাহাতে জ্ঞাত হইতে পারি তাহা।

করহ প্রধান পাত্র কহিলেন যে আজ্ঞা আমি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজার নিজেক্ত দৃষ্টি প্রেরিত করিয়া স্বয়ম আনাইতেছি। পরে সাহেবের চাকর সাহেবের আগমন সমাচার বিষ্ণু-বিষ্ণু করিয়া লিখিয়া মহারাজার নিজেক্ত দৃষ্টি পাত্র পাত্র নির্দিষ্ট করিয়া লিখিয়া মহারাজার নিজেক্ত দৃষ্টি পাত্র নির্দিষ্ট করিয়া লিখিয়া মহারাজার নিজেক্ত দৃষ্টি পাত্র নির্দিষ্ট করিয়া লিখিয়া মহারাজার নিজেক্ত দৃষ্টি পাত্র নির্দিষ্ট করিয়া লিখিয়া মহারাজার নিজেক্ত দৃষ্টি পাত্র নির্দিষ্ট করিয়া লিখিয়া মহারাজার নিজেক্ত দৃষ্টি পাত্র নির্দিষ্ট করিয়া লিখিয়া 

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজ সাহেবকে যে পত্র লিখিলেন তাহার বিবরণ এই।

আনন্দ মঙ্গল এখন অনেক প্রকার শিক্ষাকার লিখিয়া লিখিলেন সাহেব পুনরায় শিক্ষার করিয়া কলিকাতা অধি-
কার করিয়াছেন ইহাতে অমূর্তাভিভিক্ত হইয়া। আমন্দার্জিতে  
স্থা হইয়াছি এবং রুখি আমারদিগের এ রাজ্য রঞ্জ পাই-  
বে। আপনকার সহিত পূর্বে যে কখন পক্ষে হইয়াছিল  
সেই সকল স্থানের মূল সম্মানের স্বীকারে। মন্ত্র প্রতি করিলাম  
আপনি রণ সজ্জা করিয়া। প্রতি ধারিতে মূল সম্মানের  
সমাচার পাইলেই নিবেদন লিখিত কিন্তু পূর্বে যে নিবেদন  
করিয়া। আপিরাছি তাহার অন্যথা কথাচ হইবে না ।  
এই প্রকার পাত্ত সম্মান কলিকাতায় সাহেবের নিকটে  
পাঠাইয়া দিলেন। পরে মূল সম্মানের আস্তাদিগকে পাঠাইলেন।  
সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজের লিখি পাইয়া।  
অভিযুক্ত স্থান হইলেন পক্ষাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজের পাত্র  
মূল সম্মানের উপনীত হইয়া। মহারাজ মহেন্দ্র ও রাজা রাজা  
মহারাজ ও জণান্তন্ত ও মীর পাকলাল কিন্তু প্রভূত সকল-  
কে পূর্বের সমাচার অর্ধন করিয়া দিলেন সঙ্গেই বেঁচে-  
আরো করিয়া কহিলেন তখনও রাজাকে সদয় দেহ যে  
কলিকাতার মন্ত্র পাঠান ও মাত্রাতে সাহেব দ্ববায় নৈন্দ-  
লিখিত আইলেন তাহ। করেন মীর পাকলাল কই। কহিলেন  
আমি নবাবের সন্তাতি সকল নৈন্দে আমার বন্ধনপর  
সম্ভত কহির ভাই লৈন্দ করিয়া। কিন্তু আমার  
এক কথা সাহেবকে পাত্ত করিতে হইবে ইহাই সাহেব-  
পর্যন্ত নিবেদন করিয়া করার আনন্দ তবে যেমত সাহেব  
আজ্ঞা করিবেন। আমি নবাবের মত কার্য করিব।  
রাজা কৃষ্ণ-  
চন্দ্র রাজের পাত্র কহিলেন কি কথা আজ্ঞা করে আমি  
সাহেব পর্যন্ত নিবেদন লিখিত। করার আনন্দ।  
মীর  
পাকলাল কই। কহিলেন পক্ষাত এ দেশের মন্ত্র আমাকে  
দিয়া হাকিব এই প্রভুত্ব করেন তবে আমি মনে-  
ষোগ করিয়া। সাহেবের সহিত যুদ্ধ করিব না ।
এই সমাচারের উত্তর আন। পণ্ডিত কার্তিকীপ্রসাদ ক্ষুংদ্র বিদ্যালিত সমাচার আপন আমার জনক মনুষ্য দিয়া রাজ। ক্ষুংদ্র রাজকে নিবেদন লিখিয়া পাঠাইলেন। মহারাজ মুরিম নাথের ইহুদীয় সমাজ লিখিয়া। কলিকাতার নাহেঁ-বকে অীত করাইলেন। সাহেব বিদ্যালিত সমাচার শিবি। যখন কুটি হইয়া রাজা ক্ষুংদ্র রাজকে লিখিলেন নবাব স্বাতের মুলার মুখাক্ষ মীর জাফরালি থাকে। নবাবি চাহিতেলে আমিও সত্য করিলাম স্বাতের মুলার দুর করিয়া। মীর জাফরালি থাকে নবাব করিয়া তুমি এই সমাচার মীর জাফরালি থাকে দিলে সে স্মরণ উত্তর করে তাহা আমাকে লিখিলে। রাজা ক্ষুংদ্র রাজ সাহেবের পন্থার জাত হইয়া বিদ্যালিত সমাচার লোকের ঘোর। আপন পাণ্ডা জানাইলেন।

রাজপাক্ষ সন্ত্রাশ জাত হইয়া। মীর জাফরালি থাকে নিকট গমন করিয়া। আনুপূর্বিক সমষ্টি নিবেদন করিলেন। মীর জাফরালি থাকে। অতঃপৰ্য তুষি হইয়া কহিলেন আমি আজ মনোযোগ করিয়া রণ করিব না। তুমি সাহেবকে সমাচার দেওয়া যুদ্ধ করিয়া শীতু জানি হউন। রাজা ক্ষুংদ্র রাজকের পাঞ্জা নিবেদন করিলেন যেমন সাহেব সত্য করিয়াছেন আপনাকে নবাব করিলেন সেনাকে আমাকে সত্য করিয়া যে মনোযোগ করিয়া সমর করিবেন না। এই কথার পর মীর জাফরালি থাকে হাসি করিয়া সত্য করিলেন রাজা ক্ষুং-চন্দ্র রাজের পাঞ্জা ঈশুকে লাঞ্ছন করিয়া বিদায় হইলেন।

'পরে কুষ্ণগরে গমন করিয়া দেখিতে যে রাজা ক্ষুংদ্র রাজ শিবনার্থের বালাতে গিরিয়াছেন রাজা ক্ষুংদ্র রাজ নবাবের পশ্চাতে কখন কোন বালাতে থাকেন ইহাই আবহ্যত বর্তমান। জানে না সমর্থ। চিন্তা করিয়া নিবেদিত এই সকল কথার।
ষেজনকর্তা আমি যদি নবাব নুজেরদৌলার কিঞ্চিৎ সম্ভাবন পাই তবে আমার জাতি প্রাণ রাখিবে না। ইহাতে সর্বদা যাত্রা থাকে। পরে পাত্র মুরশিদাবাদের মহারাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ জ্ঞাত হইয়া পাত্রকে আপ্তা করিলেন যে, আমি অদ্যাও কলিকাতায় প্রত্যাহার কর বিবৃতি প্রদান করিয়া শীতু যাহাতে নবাব নিপাত হয় তাহার চেষ্টা পায় গিয়া। পাত্র রাজাজামুনারে কলিকাতায়, আসিয়া সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আনূর্পনিক সমস্ত নিবেদন করিলেন। সাহেব দুইটি হইয়া। রাজপাত্রকে প্রসাদ দুর্গা দিয়া সহচরী সম্ভাবন করিয়া বিদায় করিলেন। তখন কালীপ্রসাদ দিন্তিক কিঞ্চিৎ গৌণে বাটি প্রন্ধন করিল। সাহেব আপন হাতহীন সেনাকে আজ্ঞা করিলেন নোমর সকলে সুসজ্জা করিয়া। প্রস্তুত হইলে আমি কলা নবাব নুজেরদৌলার সহিত সমর করিতে যাইব। আজ্ঞামাত্র সকল লৈশায় পুনর্ন নিঃসন্দেহ করিয়া। প্রস্তুত হইল সাহেবের সহিত সকল লৈশায় প্রস্তুত তখন উদ্যোগে সাহেব গমন করিলেন নানা। প্রাকৃত বাস্তবী হ্রাসের লাগিল বাঙালির আলিপে এবং লৈশায়ের অপর্যাপ্ত সম্ভাবন সৃষ্টি করিয়া। সকল লোক চতুর্ধকৃত হইয়া সকলেই জিন্দগী রক্ষা করিতে প্রবর্ত্ত হইল এবং বারোটি লৈশায় সকল সম্ভাব্য রাখিয়া গ্রামের সমুদ্ভূত মহাসন্নিধি করিতে লাগিল সাহেব হাসি করিয়া। আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা করিয়া। দিলেন গ্রামের লোকের উপর কোন লৈশায় যৌথায় করিতে না। পাত্র সাহেব এই রূপে সেনায় সঙ্গে করিয়া চলিলেন।

পরে মুরশিদাবাদখণ্ড সমাচার হইল যে ইল্লাবাজ সাহেব নবাবের সহিত রণ করিতে আসিতেছেন এবং
নবাব সাহেব পূর্বেই জান ছিলেন বিশেষ জান হইয়া আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা করিয়া তুমি পখাশ হাজারী সেনার নাই। পলাশীর বাগানে গিয়া প্রস্তুত হইল। সাবধানে সমর করিবা কোনরূপে ইঙ্গিত জয়ি হইতে না পারে বাকি যে সেনার এখানে ধাকড়ি তাহাও হইয়া আমি পশ্চাৎ গমন করিব কিন্তু ইঙ্গিতের। বড় যোগ্য এবং অশেষ মন্ত্রণ জানে কোনরূপে কোনটা না হয় সাবধান। সেনাপতি মীর জাফরালি এই। বিদ্রুপে সহাস দিয়া সেনার সহিত পলাশীর বাগানে আসিয়া। রূপসজ্জা করিয়া আছেন কিন্তু মনোমধ্যে বিচার করিতেছেন কিন্তু ইঙ্গিতের। জয়ি হবেন অনেক বিবেচনার পর সেনার মধ্যে প্রধান যে সেনার ভারতরাজের সহিত প্রণয় করিয়া কহিলেন যেমন কেহ মনোযোগ করিয়া রূপ করিও যে সেনাপতি সেই সদানি এমন গতি করিতে প্রবর্ত হইল ইহাতেই সকল সেনার আদালত করিয়া অসাধারণ ধাকড়ি। পরে ইহারাজের ধারণায় সেনার পলাশীর বাগানে উপনীত হইয়া সমর আরম্ভ করিল। নবাব সেনার সকল দেখিলে যে প্রধান সেনার। মনোযোগ করিয়া যুদ্ধ করে যা এবং ইহারাজের অধিকৃত শতক্ষ লোক প্রণ ভাগ করিতেছে যে করিব ইহাতে কেহ উল্লাসে যুদ্ধ করিয়া প্রণ ভাগ করিতেছে। যুদ্ধ ভাল হইতেছে না ইহা দেখিয়া নবাবের চাকর মোহনদাস নামে এক জন যে নবাব সাহেবকে কহিল আপাতত কি করেন আপনকার চাকরেরা পরামর্শ করিয়া মহাশয়কে সম্বন্ধ করিতে বলিলাম। নবাব কহিলেন সে কেমন। মোহন দাস কহিল সেনাপতি মীর জাফরালি এই। ইহারাজের সঙ্গে প্রণয় করিয়া রূপ করিতেছে না। অষ্টবিংশ বিবেদন আমাকে কিছু সেনার দিয়া পলাশীর বাগানে পাঠান আমি হাইর।
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ন চরিত্র ।

যুদ্ধ করি। আপনি দাঁড়ি নিন লইয়া সাধারণে থাকিবেন পুরোনের মাত্র হেরে কেৰেক লোক রাখিলেন এবং এইভাবে কোন ব্যক্তিকে বিষ্ণু করিবেন না। নবাব মোহন দাসের বাক্য প্রবণ করিয়া ভয়েভুক্ত হইয়া সাধারণে থাকিয়া। মোহন দাসকে পংখি হাজার নৈয়া দিয়া অনেক আখাল করিয়া পলাশিতে প্রেরিত করিলেন। মোহন দাস উপস্থিত হইয়া। অত্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রবণ হইল মোহন দাসের যুদ্ধতে ইন্দ্রকে যোগী প্রচা হইল। মীর জাফরালী এই দেখিলেন এ কর্ম ভাল হইল না যদ্যপি মোহন দাস ইন্দ্রকে পরাভু করে যায় এ নবাব থাকে তবে আমারদিগের সকলেরি প্রাণ যাইবে অতএব মোহন দাসকে নিবারণ করিতে হইয়াছে ইহাতি বিবেচনা করিয়া। নবাবের দুঃখ করিয়া। এক জন লোককে পাঠাইলেন যে মোহন দাসকে করিল আপনকে নবাব সাহেবের ভাকিতেছেন শীঘ্র চলুন। মোহন দাস কহিল আমি রূপ ভাগ করিয়া। কি প্রকারে যাইব নবাবের দূত করিল। আপনি রাজাজ্ঞা মানেন না। মোহন দাস বিবেচনা করিল এ সকলি চাহুরী এ সময় নবাব সাহেবের আমাকে কেন ভাকিবেন ইহা। অতঃকরণ করিয়া মূৰ্ত্তি পরিবেশন করিয়া পুনরায় সমর করিতে নাগিল। মীর জাফরালী এই বিবেচনা করিল রূপি প্রমাদ হইল পরে আমার এক জনকে আম্রা করিল ভূমি ইন্দ্রকে যোগী রূপী হইয়া। মোহন দাসের নিকট গিয়া। মোহন দাসকে নতু করিয়া। আম্রা পাইয়া। এক জন মনুষ্য মোহন দাসের নিকট গমন করিয়া। অধিবাসে মোহন দাসকের মৌলিক সেই বাণে মোহন দাস পতন হইল। পরে নবাব হাবদীয় যোগী রূপে ভঙ্গ দিয়া। পলাশিয় করিল ইন্দ্রকের যত হইল। পরে নবাব মৃত্যুর্ধোলা সকল বৃত্তাত্ত্ব প্রবণ করিয়া।
মনে হবে বিবেচনা করিলেন কোনমতে রক্ত। নাই আপন সৈন্য। বৈরি হইল অতএব আমি এখানেই পালায়ন করি। ইহাই দ্বিতীয় করিয়া নৌকাপরি আরোহণ করিয়া পালায়ন করিলেন। পরে ইহুদী সাহেবের নিকট সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীর জাফরালি খাঁ। মুরশিদাবাদের গড়েতে গমন করিয়া। ইহুদী পতাকা উঠিয়া দিল সকল বুঝিল ইহুদী মহাশয়দেরদিগের জয় হইল তখন সমস্ত লোকে জয় প্রশংসা করিতে প্রবর্ত হইল এবং নাম বাদা রাখিতে লাগিল। যাবদীয় প্রধান মনুষ্য ভোটের দুর্বল দিয়া। সাহেবের নিকট সাহস করিলেন সাহেব সকলকে আখাস করিয়া। যিনি যে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন সেই কর্মে উত্তাকে নিযুক্ত করিয়া। রাজপ্রাণ দিলেন মীর জাফরালি খাঁকে নবাব করিয়া সকলকে আজ্ঞা করিয়া লোক ভোট দিয়া দিয়া। সাহেবের সকল সাবধান পূর্বক রাজকর্মে করিব। রাজের প্রতুল হয় এবং প্রেরণ দিয়া নাম নাম আজানুসারে কার্য করিতে লাগিলেন।

পরে নবাব স্থানেরদের। পালায়ন করিয়া। যান তিন দিন অনেক অভ্যস্ত করিতে নদীর তটের নিকট এক করিকের আলো। দিয়া। নৌকার কর্মদারকে কহিলেন এই করিকের স্থান তুমি করিকে বল কিংবা খাদ্য সামগ্রী দেও এক জন মনুষ্য বড়ো পীড়া কিংবা আহার করিবেক। করিকে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া। নৌকার নিকট আসিয়া। দেখিল নবাব স্থানেরদের। অভ্যস্ত বিশারদ বদন। করিকের সকল রূপসার জাত হইয়াছে বিবেচনা করিল নবাব পালায়ন করিয়া। যায় ইহাতে আমি ধরিয়া। দিব আমাকে পূর্বে যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিল তাহার শোধ লইব ইহাই মনোমধ্যে স্থিত করিয়া। করিপুটে বলিল আমি আহারের
দুবা প্রস্তুত করি আপনারা সকলে ভোজন করিয়া প্রশান্ত করুন। ফকিরের প্রিয় বাক্যে নবাব অত্যন্ত খুষুট হইয়া। ফকিরের বাক্যে গমন করিলেন। ফকির আদায় সামগ্রীর আওতা করিয়া লাগিল এবং নিকটে নবাব মীর জাফ-রালি খাঁর চাকর ছিল তাহাকে সম্বাদ দিল যে নবাব সুলাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যায় তোমরা। নবাবকে ধর। নবাব জাফরালি খাঁর লোকে এ সম্বাদ পাইবার মত অনেক লোক একত্র হইয়া। নবাব সুলাজেরদৌলাকে ধরিয়া মুরশিদ-দাবাদে আনিলেন।

পরে অভিগোপনে নবাব মীর জাফরালি খাঁর পুত্র মীর মীরুল্লাহকে সম্বাদ দিয়া। ইহার তাহার বন্ধ সাহেবকে সম্বাদ দিতে যায় তাহাতে মীর মীরুল্লাহ বিশেষ করিয়া। কহিলেন যে আপনি কাহারো সম্বাদ করি না। মীর মীরুল্লাহ মনে মনে করিলেন। করিলেন যদি বন্ধ সাহেব। এ সম্বাদ শ্রবণ করি তবে সুলাজেরদৌলা কদাচ নষ্ট হইবে না তবে আমাদিগের মঙ্গল হওয়া। তার এবং যে পাইবার মিত্রবানদের। আছে ইহারা শ্রবণ করিলেও কদাচ নষ্ট করিতে দিব না বরং নবাব সুলাজেরদৌলার নবাব দেওনের চেষ্টা। পাইবার অতএব নবাব সুলাজেরদৌলাকে এক দণ্ড রাখা। নয় ইহাই স্বীকারি। আপনি অস্ত্র হইয়া করিয়া। নবাব সুলাজেরদৌলার নিকটে উপনীত হইলেন। নবাব সুলাজেরদৌল। দেখিলেন মিরুল্লাহ আমাকে ছেন করিতে আসিতেছে। তখন মীরুল্লাহকে অনেক স্বীকারি করিলেন। কিন্তু নির্ধারিত মিরুল্লাহ কদাচ স্বীকার হইল না। পশ্চাৎ নবাব সুলাজেরদৌল। ঈশ্বর মনোযোগ করিয়া নিঃশ্লেষণ হইলেন তখন মিরুল্লাহ অস্ত্র হইতে নবাবকে ছেদন করিয়া পশ্চাৎ প্রচার করিলেন। এই সকল বৃষ্টিতে ৩২
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়লা চরিত্‌।

বড় সাহেব শ্রবণ করিয়া যথেষ্ট খোদ করিলেন এবং পাত্র মিলাইয়া সকলেই মহাব্যভিত্ত হইয়া কাদর হইলেন।

মহারাজ মহেঃ পাত্রকের্মী আপন ভুতাকে নিযুক্ত করিয়া কলিকাতার সপরিবারে আসিলেন তখন বড় সাহেব বিশেষতঃ করিলেন জবনকে প্রাপ্ত নাই অতএব পুরুষে যেমত নবাবি তার ছিল সেমত না রাখিয়া রাজা করতাল করিতে লাগিলেন তামেং সাহেব লোক কর্তা নবাবকে লোক কার্য করে এই রূপ রাজকর্ম হইতে লাগিল রাজ্যের শাসন দিন৷ হইতে লাগিল প্রাক্সালকের যথেষ্ট সুখ কোন শঙ্কা নাই ভয়ক্রমে কেহ কাহাকে উপরে দৌরাঢ্যা করিতে পারে না রাম রাজার নায় মনুষ্য সকল সুখী হইল এইরূপে কাল ক্ষেপণ করেন।

কিছুকালের পর বড় সাহেব কলিকাতায় আসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আত্মীয় করিলেন। রাজা বড় সাহেবের আড়া পাইয়া কলিকাতায় উপনীত হইয়া বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বড় সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে যথেষ্ট মর্যাদা করিয়া কহিলেন তোমার মনোনীত যাহা তাহা বিস্তারিত করিয়া বল আমি পূর্ণ করিব। মহারাজ করিলেন নিবেদন। করিলেন আমি কেবল অনুগ্রহের আকাঙ্ক্ষা। এই কথার পর বড় সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে কহিলেন তুমি আমার নিতাংশ বিখাসপাতিতে এবং তোমার মন্ত্রণায় সর্বতো জয়ী হইলাম তোমার যাহাতে ভাল হয় তাহা আমি সর্বদা করিব মহারাজাকে অনেক প্রিয় বাক্য কহিয়া সে দিবস বাসায় বিদায় করিলেন। পর দিবস রাজাকে বিশ্ব্বব্র রাজপ্রশাদ দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিলেন আর পুরুষের যে রাজকর্ম রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় দিতেন তাহা অপেক্ষা পাঁচ লক্ষ তন্ন। ঘুচাইয়া ছয় লক্ষ তন্ন। রাজকর্মের
নিয়ম করিয়া দিলেন ও রাজার সুখান্তি বিলাসপরম্বন্ত লিখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিলেন। রাজা বড় সাহেবের পুনঃঘাট প্রাপ্ত হইয়া ও রাজ্যের প্রতুল করিয়া এবং জ্ঞানকার যে সমাচার সাহেবপরম্বন্ত নিবেদন করায় এ কারণ সর্বাধিক ভাল এক জন লোক বড় সাহেবের নিকটে রাখিয়া আপনি রাজধানীতে গমন করিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্বে যে নাম রাখিয়াছিলেন বড় সাহেবও সেই নাম প্রচার করাইলেন যাবদীয় মৃনুষ্য পতাকাদিতে লেখেন অধিষ্টরূপে রাজ্যের শীর্ষমহারাজরাজ্যের কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর এই রূপে সর্বভূতেই মহারাজার সুখান্তি হইল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দুই রাণী প্রধান রাগীতে পঞ্চ পুত্র জোগের নাম রাজা শিবচন্দ্র ব্রিটিশ বৈষ্ণবচন্দ্র তৃতীয় মহেশচন্দ্র চতুর্থ হরচন্দ্র পঞ্চম ইশানচন্দ্র এই পঞ্চ পুত্র বড় রাণীর। ছোট রাণীর এক পুত্র শম্ভচন্দ্র রাজার এই ছয় পুত্র পুত্র সকল সর্বাধিক উত্তম নানা বিদায়ে বিশারদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় পুত্র সকলের রূপে এবং শ্রুতি অভাব হুই রাজার নরবর্ষ ধীরবর্ষের সহিত অশেখ শাসনের বিচারেরই কাল ক্ষেপণ এবং নিজাধিরাক অশিষ্ট শাসিত যাবদীয় লোকের প্রতি দৃঢ় এবং দুর্দুঃখের দীর্ঘ কৃৰ্ত্ত তত্ত্বের মনোযোগ করান এই রূপে কাল ক্ষেপণ। কিছু কালান্তরে বিবেচনা করিলেন ছোট পুত্র শিবচন্দ্র রায় অভাব শান্ত এবং পধিত সর্বভূতে গুণান্তর দেখিয়া নিজ রাজ্যে শিবচন্দ্র রায়ের অভিজ্ঞতা করিয়া রাজা করিলেন। এবং আপনি ঈশ্বরে মন স্থির করিয়া ধ্যান করিয়া প্রবর্ত্ত হইলেন। রাজা শিবচন্দ্র রায় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সর্বভূত
পিতৃসেবাতেই মনোযোগ এইরূপে বহুকাল যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ঈশ্বরপ্রাপ্তি হইল।

মহারাজ শিবচন্দ্র রায় নিয়মমতে ক্রিয়ানন্তরে কলিকাতায় আসিয়া বর্তনাহের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেবলোক অনুগ্রহ করিয়া যথেষ্ট মর্যাদাপূর্বক অধিকারের প্রতুলমতে রাজ্যে বিদায় করিয়া দিলেন।

রাজা শিবচন্দ্র রায় নিজ রাজ্যে গমন করিয়া যাবদীয় প্রধান পাত্র মিত্রগণকে আহৃত করিয়া আজ্ঞা করিলেন। তোমরা অনেক কালের মন্ত্রী আমার পূর্ব পুরূষ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রাদি মহাশয়ের যেমন রাজনীতি কর্ম করিয়াছেন সেইমত আমাকেও তোমরা মন্ত্রণাদি দিবা আমিও সেইমত কার্য করিব। এই রাজ্যে পাত্র মিত্রগণের শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত নস্তক হইয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি মহামহোপাধ্যায় নির্ভর পশ্চাদপন্থে পণ্ডিত মহাশয়কে মন্ত্রণাদি দিবার অপেক্ষা নাই তবে যখন যে সর্বন করান তাহার নিবেদন করিব। পাত্র মিত্রগণের বাক্যে রাজা শিবচন্দ্র রায় অত্যন্ত হৃদি হইয়া রাজনীতিপাদ দিয়া সকলের সম্মান করিলেন এইরূপে পক্ষে সুস্মাচরণ করেন।

কিন্তু কালের পর মহারাজ শিবচন্দ্র রায়ের মনোমতে বিবেচনা করিতেছেন পূর্বকে যে সকল মহারাজার আমার-দেশের বংশে ছিলেন তাহারা অশেষ প্রকার পুণ্য কর্ম করিয়া দেশ দেশান্তরে যাত্রাপথে হইয়াছেন অস্তব্ধ আমিও সেই মতাচরণ করিব ইহাই উত্তর করিলেন।

কিন্তু গৌণে পরম্পরাপ্রাপ্তে প্রধান পয্যাপ্তগণকে আহৃত করিয়া কহিলেন আমার ইচ্ছা যে মহতী ঘটা করিয়া একটা জন্ম করি অন্তর্যামানার বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা।
কুকুন কি যত্ন করিত। পঞ্চতীবর্গেরা কহিলেন মহারাজ
লোক যাহ কুকুন। মহারাজ সিবচন্দ্র রায় পঞ্চতীবর্গের
বাক্যে উত্তম যজ্ঞ করণান্তর বহুবিধ দান করিয়া ইহসর
মনের পূর্বে লোকান্তরে গমন করিলেন।

মহারাজ সিবচন্দ্র রায়ের এক পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র রায় কিছু
দিনান্তঃ ঈশ্বরচন্দ্র রায় মহাশয় নবধীপের রাজা হই-
লেন। পূর্বের যে সকল মস্তিষ্ক ছিলেন সে সকল মস্তি-
ষ্কের ও লোকান্তর হইয়াছে উপযুক্ত মুখ্যা, না পাইত।
অত্যন্ত উদিত চিত্ত দিনঃ রাজ্যের কৃতীত্ব এবং না প্রকার
ের অর্থন্য এই প্রকারে কক্ত কাল রাজ্য করিলেন।
ঈহার পুত্র গিরিশচন্দ্র রায়। মহারাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায়
কল্পতরু নায় দাত এবং ঈশ্বর সর্বদা মন ও বহুবিধ
দান করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন।

পরে গিরিশচন্দ্র রায় মহাশয়কে সাখের লোক সকলে
যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন এইক্ষণে তিনি নবধীপের রাজ্যে
করিতেছেন কিন্তু রাজ্যের অনেক ক্ষীণতা হইয়াছে তথাপি
পূর্বের মহারাজার ক্ষমতা রবহার করিয়াছিলেন যেইসময়
আচরণ করিতেছেন। মহারাজ গিরিশচন্দ্র রায়। অত্যন্ত
দাতা যাচক জনকে কদাচি বিমুখ করেন না এইরূপে রাজ্য
করিতে আরস্তু করিয়াছেন এই পূর্বে মহারাজার দিকের
গের যে সকল কৃত কাহার যে রূপ যায় ছিল এখন যে
রাজ্যের নূতন হইয়াছে তথাপি সে সকল যায়ের নূতন
নাই এবং পূর্বে যে মতস্ন রাজনীতি ছিল এখনও সেই
মতাচরণ করিতেছেন যাবদীয় বিশেষ পঞ্চতীবর্গের আগ-
মন করিলে যথেষ্ট সমান করেন এবং অশেষ প্রকারে
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের
চরিত্র সমাপ্ত হইল ।

NOT TO BE LENT OUT